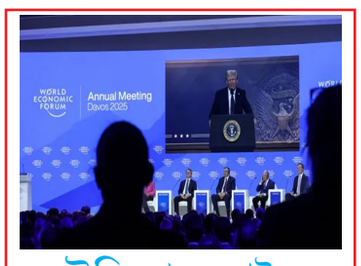

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৬ জানুয়ারি, ২০২৫
১২ মাঘ ১৪৩১
২৪ রজব ১৪৪৬ হিজিরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 26 ■ Daily APONZONE ■ 26 January 2025 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

দেশের ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আজ 'আপনজন'-এর সব বিভাগে ছুটি। তাই সোমবার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। মঙ্গলবার যথারীতি 'আপনজন' প্রকাশিত হবে।

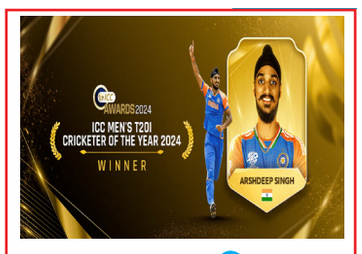

মহাসমারোহে শুরু দু দিনব্যাপী 'আল-আমীন উৎসব'

৭ জন থেকে এখন ৭০ হাজার পড়ুয়ার পরিবার আল-আমীন: নুরুল ইসলাম

এম মেহেদী সানি ● খলতপুর

আপনজন: শনিবার মহাসমারোহে শুরু হল আল-আমীন মিশনের দুদিন ব্যাপী 'আল-আমীন উৎসব'। পিছিয়ে পড়া সমাজের উত্তরণের লক্ষ্যে গড়ে তোলা আল আমীন মিশনের পতাকা উত্তোলন করে বার্ষিক উৎসবের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শহীদুল্লাহ মুন্সি। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মিশনের শিক্ষার্থী। স্বাগত ভাষণের মধ্যে দিয়ে আল-আমীন মিশন গড়ার গল্প শোনান প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এম নূরুল ইসলাম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার পেছনে যাদের অবদান ছিল তাদের কথা স্মরণ করে নাম বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি। চোখ মুছে সামলে নেন নিজেকে। এম নুরুল ইসলাম আল আমীন মিশনের প্রতিষ্ঠা লগ্নের কথা তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে আজ যে মহীরুহে পরিণত হয়েছে তার স্মৃতিচারণা করেন। তিনি বলেন, প্রায় সবার জীবনে একটা করে গল্প আছে। প্রাক্তনীদের জীবনের বুনিয়াদের শুরু এই আল আমীন মিশন থেকে। একটা দিন আসবে যখন তাদের জীবনী লেখা হবে। আল আমীন মিশনের একটি গল্প আছে। ৪৯ বছর আগে খলতপুর জুনিয়র মাদ্রাসা থেকে আল আমীন মিশনের শুরু। মাসে মাসে পাড়ায় পাড়ায় থেকে চাল সংগ্রহ করে শুরুয়াত হয় আল আমীন মিশনের। সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে গড়ে ওঠে আল আমীন মিশন। রামকৃষ্ণ মিশনের কথা শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। ১৯৮৬ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলাম ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক কালচার নামে। ১৯৮৭ সালের ১ জানুয়ারিতে সেটার নতুন নামকরণ হয় আল আমীন মিশন। সাতজন ছাত্রকে নিয়ে শুরু হয়েছিল আল আমীন মিশন। এখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। ৪৭ হাজার প্রাক্তনী রয়েছেন যাদের মধ্যে হাজার হাজার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি আধিকারিক, শিক্ষক নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান। তিনি আরও বলেন, এতিমরা যারা শিক্ষাক্ষেত্র থেকে হারিয়ে যায় তাদেরও আশ্রয় স্থল হয়ে উঠেছে এই আল আমীন মিশন।

এম নুরুল ইসলামের লক্ষ্য এখন 'ভিশন ২০৩০'। সে প্রসঙ্গে নুরুল ইসলাম বলেন, আমাদের লক্ষ্য দেশের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য বেশি বেশি করে কাজ করতে পারি। হাজার হাজার শিশু যারা হারিয়ে যাচ্ছে অর্থের অভাবে, পরিবেশের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, তাদের বিকশিত করাই আমাদের লক্ষ্য। সেই কাজই আগামী দিনে করতে চাই। যাতে আমাদের রাজ্য, আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ আরও উন্নততর দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সেটাই আল আমীন মিশনের 'ভিশন ২০৩০।'

পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শহীদুল্লাহ মুন্সি বলেন, নুরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে আল আমীন মিশন যেভাবে কাজ করে চলেছে বাংলা তথা দেশের কাছে গর্ব। আমাদের মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে স্বাধীনতার পর থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা আসা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারিনি। খোলস বলতে ধর্মীয় গোড়ামি এবং সংকীর্ণতার কথা তুলে ধরে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ক্ষেত্রে সকলকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান। ভবিষ্যৎকে আলোকিত করতে নারীদেরকে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত সংকীর্ণতা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামিকে পিছনে ফেলে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান শহীদুল্লাহ মুন্সী। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন সময় আমার সুযোগ সুবিধা পেলেও তা কাজে লাগাতে পারিনি। কিন্তু আজকে আল আমীনের শিক্ষক সমাজ ছিল বলেই, আল আমীন দিশা দেখাচ্ছে বলেই আমাদের মতো বাড়ির ছেলে মেয়েদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারছি। কুরআন হাদিসের মহল তৈরি হয়েছে আল আমীন মিশন এর মধ্যে। সেটাকে অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে যেতে পারি বলে জানান শহীদুল্লাহ মুন্সী।

স্থানীয় বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা বলেন, সারা রাজ্য তথা দেশ, এমনকি দেশের বাইরেও আল আমীন মিশনের সুনাম এবং তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের নিরলস পরিশ্রম, তাদের ম্যানেজমেন্ট, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সার্বিক প্রয়াস একটি মহৎ কাজ করে চলেছে। সেটা আমাদের কাছে গর্বের, আমাদের অহংকারের। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আরো বেশি বেশি করে তোমরা সমাজের মধ্যে উন্নততর মানুষ তৈরি হবে। শুধু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার নয়, সুন্দর মানুষ তৈরি হয়ে সমাজের মুখ উজ্জ্বল করবে।

আল আমীন মিশনের সুপারভাইজর মারুফ আজম বলেন, এবছর মাধ্যমিকে ২১৬৬ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৬ শতাংশ নম্বর পাওয়া ২১ জন এবং ২১৬৪ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া ২৬ জনকে সংবর্ধিত করা হয় মিশনের পক্ষ থেকে অন্যদিকে। ৬৫০ নম্বরের বেশি পেয়ে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়া ৩৩২ জনকে সংবর্ধিত করা হয়েছে।

আল আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস অফিসার পদে কর্মরত প্রায় ১২০ জনের মধ্যে এ দিন উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীর মল্লিক। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেন তিনি। আল আমীন উৎসবে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলতামাস গাজী, ডা. এম ভট্টাচার্য, ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য ইমরান আব্বাস রিজভি, এ জেড খান সহ আল আমীন মিশনের বহু উজ্জ্বল প্রাক্তনী প্রমুখ।

মিশনের এক কৃতীকে সংবর্ধিত করছেন এম নুরুল ইসলাম ও শহীদুল্লাহ মুন্সী। (পাশে) ভিড় ঠাসা সভাস্থল।

প্রথম নজর

মাদ্রাসা ছাত্রদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করল বিহারে, শুরু তদন্ত

আপনজন ডেস্ক: বিহারের বরাহাটে একদল মাদ্রাসা ছাত্রকে হয়রানি করে এবং সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠা ধর্মীয় স্লোগান 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করে হামলাকারীরা। শুক্রবার বাঁকা জেলার এই ঘটনার একটি মর্মান্তিক ভিডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ১ মিনিট ৪৪ সেকেন্ডের ওই ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, মাদ্রাসা ছাত্রদের দলটি চড়-থাপ্পড় মেরে সাম্প্রদায়িক স্লোগান দিতে বাধ্য করছে। স্পষ্টতই ভয়ে থাকা ছেলেদের মধ্যে একজনকে স্লোগানটি উচ্চারণ করতে বাধা দিতে দেখা যায়, যার ফলে আরও ভয় দেখানো হয়। ক্যামেরার পেছনে অদৃশ্য কিন্তু হামলাকারীরা তখন অন্য একটি ছেলের কাছে যায় এবং তাকে স্লোগান দিতে বাধ্য করে। ভয়ে ভয়ে ছেলেটি তাদের নির্দেশ অনুসরণ করে বিড়বিড় করে কথাগুলো বলতে লাগল। কিন্তু হামলাকারীরা ছেলেটিকে আরও ধাক্কা দিয়ে আরও জোরে স্লোগান দিতে বাধ্য করে। শিশুদের উত্ত্যক্ত করার পর হামলাকারীরা তাদের ছেড়ে দেয় এবং বিদ্রুপের সুরে মন্তব্য করে, 'যাও আব তুম হিন্দু বন গয়ে' (যাও এখন যাও, তোমরা হিন্দু হয়ে গেছ)। ভিডিওটির শেষে দেখা যায়, অপরাধীরা চিৎকার করে আল্লাহকে গালি দেয় এবং শিশুদের অপমান করে।

বাড়িতে তীর ধনুক রাখার নিদান 'পদ্মশ্রী' কার্তিক মহারাজের

হিন্দু জনসংখ্যা বাড়ানোর ডাক শুভেন্দুর

আসিফ রনি ● নবগ্রাম
সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ২০২৫ সালের জন্য ১৩৯জন পদ্ম সম্মানের তালিকা প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে পদ্মবিভূণ ৭জন, পদ্মভূষণ ১৯জন ও ১১৩জন পেয়েছেন পদ্মশ্রী সম্মান। সেই তালিকায় পশ্চিমবাংলা থেকে স্থান পেয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বহরমপুরের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ যিনি কার্তিক মহারাজ নামে পরিচিত। এই কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে বেলডাঙ্গা দাঙ্গায় ইন্ধন যোগানোর অভিযোগ উঠেছিল। তার সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরিও। কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে 'দাঙ্গাবাজের' তকমার অভিযোগের মধ্যেই এবার তার মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার হিন্দুদের বাড়িতে অস্ত্র রাখার কথা বলেছিলেন। এবার বাড়িতে তীর ধনুক রাখার নিদান দিলেন কার্তিক মহারাজ। মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে একটি ধর্মীয় সমাবেশ থেকে কার্তিক মহারাজের এই মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

শনিবার সনাতন সংস্কৃতি সংসদ সংগঠনের পক্ষ থেকে এক ধর্মীয় সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কার্তিক মহারাজ। তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেন রামচন্দ্রকে ধনুর্বাণ ধরতে হয়েছিল রাবণের বিরুদ্ধে, রাবণকে নিধন করেছিল। যারা জয় শ্রীরাম বলবেন তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে হাতে তীর ধনুক রাখার সংকল্প করতে হবে, তবে জয় শ্রীরাম বলা মুখে শোভা পাবে।

অন্যদিকে এ বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে এপিডিআর মানবাধিকার সংগঠনের জেলা সম্পাদক রাহুল চক্রবর্তী বলেন, মানবাধিকার সংগঠন হিসাবে এই মতামতের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি মানুষকে সশস্ত্র করবার যে প্রচেষ্টা। জয়শ্রী রামের নামে এবং সাধারণ মানুষ কে ক্রমশ ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটা ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে এবং তারই ভিত্তিতে এসব অস্ত্র রাখার কথা বলা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি।

অন্যদিকে এই নিয়ে নবগ্রামের বিধায়ক কানাইচন্দ্র মণ্ডল বলেন, উনি কি রামচন্দ্রের পূর্বসূরী ? সমাজ এ ধরনের কথা মেনে নেবে না। তীর ধনুক নিয়ে সিধু কানু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং সেটা একটা ইতিহাস। একটা ধর্মীয় উন্মাদনা দিয়ে নবগ্রামের নির্বাচন করতে চাইছে, ধর্মের উন্মাদনা তৈরি করতে চাইছে। গীতার মূল কথা সব ধর্মের মানুষকে ভালোবাসা। আর এটাই হচ্ছে ভারত বর্ষ। কোন জায়গায় যদি কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটে, তাহলে এই মহারাজের মানুষ এমন বিচার করবে সেদিন মহারাজ এই শুধু জেলা থেকে নয় রাজ্য থেকেও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। এবং আগামীতে সেই দিন আসছে।

এদিকে শনিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সভামঞ্চ থেকে কার্যত সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বীজ রোপণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সভায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন, নন্দীগ্রামে হিন্দুদের এককাট্টা করে ভোটে জিতেছি। মুসলিমরা আমাকে ভোট দেয়নি। মুর্শিদাবাদ-মালদার সংখ্যালঘু হিন্দুদের সংখ্যাগুরু মুসলিমদের সুরক্ষায় থাকতে হবে, আমরা মেনে নেব না। সংখ্যায় কম বলে ভয় পাবেন না, লড়াই করবেন। লালবাগে যেভাবেই হোক হিন্দু জনসংখ্যা বাড়িয়ে তুলুন। দেশের ১৪০ কোটি ভারতীয় জেলার ২৮ শতাংশ হিন্দুর সাথে আছে। ভারত হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি হবে, এটাই আমার স্বপ্ন। জোট বাঁধুন, তৈরি হন।

স্বপ্নের মাটি ছুঁয়ে সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার হয়ে বাস্তবের শিখরে লালগোলার 'কন্যাশ্রী' ড. ওয়াহিদা

শুভায়ুর রহমান ● কলকাতা

আপনজন: 'স্বপ্ন' তো সবাই দেখে। কারণ স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু সবার তো আর স্বপ্ন পূরণ হয় না। কারও কারও হয়। আজ যাঁদের হয়, তাঁদের স্বপ্ন পূরণের গল্পই সমাজের কাছে উদাহরণ, বড়দের কাছে শিক্ষা এবং ছোটদের কাছেও অনুপ্রেরণা হ'য়ে দাঁড়ায়। আমাদের আজকের গল্প, মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার এক প্রত্যন্তগ্রাম নদাইপুরের। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা, এক অতি সাধারণ মেয়ে ড. ওয়াহিদা রহমান-এর স্বপ্ন পূরণ নিয়ে। অতি সম্প্রতি, ২০২৫ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফরেন্সিক দপ্তরে সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার হিসাবে যোগদান করেছেন। 'কেমন লাগছে' জিজ্ঞেস করতে কেমন যেন আনমনা হয়ে স্মৃতির রাজ্যে হারিয়ে গেলেন। সেই যে কবে কল্পনা হাতছানি দিয়েছিল, তা কতকটা স্বচ্ছ আর কতকটা অসহ্য হয়ে ঘুরে ফিরে আসছিল।

'বড় হয়ে কি হতে চাও?' কেউ জিজ্ঞেস করলে এক লহমায় সাতপাঁচ না ভেবে দাঁতে আঙ্গুলের নখ কাটতে কাটতে বলে দিতেন, 'ভালো মানুষ হতে চাই।' চিকচিক করতে করতে স্মৃতির রোমন্থন করেছিলেন গর্বিত বাবা-মা। তবে বেড়ে ওঠায় বাধার অভাব ছিল না। তার ওপর মাধ্যমিক পড়াকালীন বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেদ পড়েনি পড়াশুনায়। কোনও প্রতিবন্ধকতার কাছে নতি স্বীকার না করে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করলেন ড. ওয়াহিদা রহমান। মোহাম্মদ আসাদুল হক ও নুগেনা বিবির ছোট মেয়ের এই সাফল্য সহজ ছিল না। সামনে ছিল পাহাড় প্রমাণ বাধা। কিরকম সেটা? স্কুল ছিল গ্রাম থেকে দূরে। তখন আবার সবুজ সাথী সাইকেল ছিল না। কলেজ তো বহরমপুরে আর বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতার যাদবপুরে। পিছিয়ে থাকা গ্রামের গৃহবধূ হিসেবে ওইসব দূরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা চালানো সহজ কথা নয়। কিন্তু স্বামী মোঃ গোলাম রসূল কিংবা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সহযোগিতায় স্বপ্ন পূরণের জেদ বহাল রাখা সম্ভব হয়েছে। তারা বাড়ির বউমাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহরমপুর হয়ে কলকাতায় পড়তে পাঠিয়েছে।লালগোলার বালুটুঙ্গী হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক আর এমএন একাডেমী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক। তারপর ২০১০সালে বহরমপুর গার্লস কলেজ থেকে ফিজিক্স অনার্স সহ বিএসসি পাশ। ২০১৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রী। এরপর শুরু হয় গবেষণা। ২০২০ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করে ওয়াহিদা হন ড. ওয়াহিদা রহমান। এরই মধ্যে ২০১৯ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে এক সেমিনারে যোগদান করলে তার উপস্থাপনা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। গবেষণামূলক কাজকর্ম যেমন পেপার পাবলিকেশন রিভিউ ইত্যাদির পাশাপাশি বেশ কিছুদিন থেকে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় অতিথি অধ্যাপক হিসাবে পড়ান। সম্প্রতি, জানুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালিত রিজিওনাল সায়েন্স কংগ্রেসে তিনি তার গবেষণামূলক কাজ উপস্থাপন করে আউটস্ট্যান্ডিং পেপার প্রেজেন্টেশান অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন। ২০২৩ সালের পি.এস.সির বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে তিনি ২০২৫-এ এসে সিনিয়র সাইন্টিস্টের গেজেটেড অফিসার পদের চাকরিটা পেলেন।

অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ায় কোন সমস্যা হয়েছিল? উত্তরে ওয়াহিদা বলেন, পরিবার থেকে খুব বেশি সমস্যা তেমন হয়তো হয়নি কিন্তু অভাব ছিল। শুধুমাত্র স্বপ্ন ছিল কিছু করার। তাই শুধুমাত্র এই সাফল্যের মুখ দেখবো আর কিছু করে দেখাবো বলে এখন পর্যন্তও সন্তান নিতে পারিনি। তবে হ্যাঁ স্বীকৃতি পেয়েছি। মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি। সব মিলিয়ে তাঁর এই সাফল্যে এলাকায় প্রশংসার বন্যা বইছে। একদিকে আর্থিক অনটন অন্য দিকে সংসারের চাপ সবকিছুকে বানিয়ে নিয়ে স্বপ্নের মাটি ছুঁয়ে বাস্তবের সর্বোচ্চ শিখরে লালগোলার গর্ব - ড. ওয়াহিদা রহমান।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

■ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
■ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
■ ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
■ মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
■ ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
■ ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM (3Years) কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল
(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি | বেলুন সার্জারী | পেশমেকার

ক্যাথ ল্যাব

ASHSHEEFA HOSPITAL
আশ শিফা হসপিটাল

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

ওপেন হার্ট সার্জারি

● হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
● জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
● শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

প্রথম নজর

নোদাখালিতে দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম তৃণমূল নেতা

আসিফা লস্কর ● বজবজ

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে শনিবার সাতসকালে দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হলো এক তৃণমূল নেতা। ইংরেজবাজারের কালিয়াচকের পর এবার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার নোদাখালি এলাকা। ফের দুষ্কৃতীদের টার্গেটে তৃণমূল নেতা। রাস্তার মাঝখানে তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে শনিবার সকাল আনুমানিক এগারোটা নাগাদ ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অন্তর্গত বজবজ ২ নম্বর ব্লকের নোদাখালি ডাঙারিয়া ৭৫ নম্বর রোডে। রক্তাক্ত অবস্থায় তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

গুরুতর অবস্থায় জানি ওরা তৃণমূল নেতাকে মুচিশা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে গুরুতর যখন ওই তৃণমূল নেতাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গুরুতর যখন ওই তৃণমূল নেতার নাম কৃষ্ণ মন্ডল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় কৃষ্ণ মন্ডল রায়পুর অঞ্চলের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি।

বাগনানে কন্টেনারের সঙ্গে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শনিবার সকালে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার লাইব্রেরী মোড়ে একটি কন্টেনার ও স্করপিও গাড়ির পাশাপাশি ধাক্কায় চালক সহ চার জন জখম হন। তাঁদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে বাগনান গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। জানা গিয়েছে, স্করপিও গাড়িতে নব দম্পতি সহ বেশ কয়েকজন ছিলেন। বিয়ে সেরে কলকাতা থেকে ঘাটালে ফিরছিলেন তাঁরা। কন্টেনারটি আরেকটি কন্টেনারকে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে পাশ থেকে ধাক্কা মারলে ডিভাইডারে উঠে যায়। এই ঘটনায় চারজন জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় ১৬নং জাতীয় সড়কে সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয়।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শনে গেলেন ডিএম আয়েশা রানী

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প পরিদর্শনে বেরিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানী। সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি পরিষেবাগুলোর সরাসরি প্রাপ্তি এবং সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে জেলাশাসক বিভিন্ন ক্যাম্পে উপস্থিত হন। দুয়ারে সরকারের এই উদ্যোগে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথীসহ ৩৭টি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি জমির পাট্টা, জন্ম ও মৃত্যু সনদ, আধার সংশোধন, কৃষকদের জন্য সুবিধাসমূহ, এবং ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত পরিষেবাও ক্যাম্পে প্রদান করা হচ্ছে। জেলাশাসক আয়েশা রানী ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, যে কোনো সমস্যার দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করা হবে। ক্যাম্পে আসা উপভোক্তারা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এবং এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। সরকারি প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করতে এবং আরও কার্যকর পরিষেবা নিশ্চিত করতে জেলাশাসকের এই উদ্যোগ এলাকাবাসীর মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে এই ধরনের সরাসরি নজরদারি প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকারি পরিষেবা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ রাজ্যের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

৩৫ লক্ষ অসংগঠিত শ্রমিক সুবিধা পেয়েছে কল্যাণ প্রকল্পে: ঋতব্রত

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: বাম আমলের তৈরি হওয়া সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় শ্রমিকরা যেই সুযোগ-সুবিধা পেত, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের আমলে তার থেকে অনেক ভালো সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলায় ১ কোটি ৭৩ লক্ষ অসংগঠিত শ্রমিক বিএসওয়াই প্রকল্পের আওতায় এসেছে। ইতিমধ্যেই ৩৫ লক্ষ অসংগঠিত শ্রমিক প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকারও বেশি। কেশপুরের মুগবসানে বিশাল শ্রমিক সমাবেশে বললেন রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কেশপুরের শ্রমিক সমাবেশ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ২৫০ এর বেশি আসন নিয়ে সরকার গঠন করার পর, মানুষের চাপে কেন্দ্রীয় বকেয়া দিতে বাধ্য হবে। সেই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন এই বাংলার বুকে প্রথম স্লোগান দিয়ে রাস্তায় মিছিল করেছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। পাশাপাশি মেদিনীপুর জেলা স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন । এই মঞ্চ থেকে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বদেরকে আগামী চার পাঁচ মাসের মধ্যে লক্ষাধিক অসংগঠিত শ্রমিককে আইএনটিটিইউসির ছাতার তলায় আনার আহ্বান জানান তিনি। এদিন উপস্থিত ছিলেন কেশপুরের বিধায়ক তথা পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা, চন্দ্রকোনার বিধায়ক অরূপ ধাড়া, দাসপুরের বিধায়ক মমতা ভূঁইয়া, ঘাটাল সংগঠনিক জেলার সভাপতি আশিস হুদাইত, জেলা আইএনটিটিইউসি র সভাপতি সনাতন বেরা, কেশপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা, কেশপুর আইএনটিটিইউসি র সভাপতি তাজ মহম্মদ, জেলা জেলা পরিষদের দলনেতা মোঃ রফিক, আসিফ ইকবাল, শেখ হাসানুজ্জামান প্রমুখ।

চাষ করে নজির গড়লেন বাংলায় স্নাতক গোগড়া গ্রামের জীবন কৃষ্ণ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কুল না আপের বোঝাই দায়। আর স্বাদের তো তুলনায় হয় না। এমনই আপেল কুল চাষ করে স্বনির্ভরতার পথে ওন্দার গোগড়া গ্রামের জীবন কৃষ্ণ পাল। এই মুহূর্তে বহু পরিচিত 'নারকেল কুল'কে পিছনে ফেলে বাজার দাপাচ্ছে জীবন কৃষ্ণের আপেল কুল। দাম যেমন বেশী, তেমনই চাহিদাও।

প্রান্তিক কৃষি পরিবারে জন্ম গোগড়া গ্রামের জীবন কৃষ্ণ পালের। '৯৮ সালে মাধ্যমিক পাশ, তখন থেকেই লেগে পড়েন পারিবারিক জমিতে চাষের কাজে। চাষ আর পড়াশুনা সমান্তরালভাবে চালিয়ে বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর, আর তারই ফাঁকেই খোঁজ পান এই আপেল কুলের। সুদূর নদীয়া থেকে এই আপেল কুলের সাড়ে চারশো চারা এনে নিজেদের আড়াই বিঘা জমিতে বসান। আর ফিরে তাকাতে হয়নি। গাছ লাগানোর পরের বছর থেকেই লাভের অঙ্ক ঘরে ঢুকতে থাকে। এখন বছরে কয়েক লক্ষ টাকা রোজগার এই আপেল কুল থেকেই। এর পাশাপাশি পেয়ারা, ড্রাগন, লেবু, কাঁঠাল সহ অন্যান্য মরশুমী ফলের এ ফলে গাছ তো আছেই।

কুল চাষী জীবন কৃষ্ণ পাল বলেন, এই কুল চাষে খরচ কম, লাভ বেশী। এক ভাগ্নের মাধ্যমে যোগাযোগ করে নদীয়া থেকে কুলের চারা নিয়ে আসি। বর্তমানে প্রতিটি গাছ থেকে ৩০ থেকে ৩৫ কেজি ফলন পাচ্ছি, এবং বর্তমানে এই আপেল কুলের পাইকারী বাজার মূল্য ৬৫ টাকা প্রতি কেজি। ফলে ধানের তুলনায় এই কুল চাষে লাভ অনেক বেশী বলেই তিনি জানান। প্রতিবেশী প্রশান্ত নন্দী বলেন, এখন কুল সহ অন্যান্য বিকল্প চাষে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। রাজ্যের উদ্যান পালন দপ্তর থেকে ব্লক কৃষি বিভাগ প্রত্যেকের যথেষ্ট সহযোগীতা মেলে। সঙ্গে এই চাষে ঝুঁকিও যথেষ্ট কম। সেকারণেই এই ধরণের বিকল্প চাষের দিকে চাষীদের আরও বেশী আগ্রহী হওয়া দরকার বলে তিনি জানান।

বাঁকুড়া জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বরুপা সেনগুপ্ত বলেন, খুব কম জলে এই কুল চাষ করা সম্ভব, সঙ্গে অত্যন্ত লাভজনক চাষ তো বটেই। এই চাষে চাষীদের আগ্রহী করে তুলতে সরকারীভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি বীজ, কীটনাশক সহ অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। ফলে এখন তারাও এই বিকল্প চাষে আগ্রহী হচ্ছেন বলে তিনি জানান।

সীমান্তে বাঙ্কার তৈরির দায় নিতে হবে বিএসএফকে: ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সীমান্তে বাঙ্কার দেখাটা বিএসএফের দায়িত্ব। ওটা রাজ্য পুলিশের এক্তিয়ার নয়। ওটা বিএসএফের কমান্ড জনের মধ্যে। ওখানে রাজ্য পুলিশ যেতেও পারে না। ফলে নদিয়ায় অবৈধ বাঙ্কার তৈরির দায়িত্ব বিএসএফকে নিতে হবে। শনিবার কলকাতা পুরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নদিয়া জেলায় সীমান্তে একের পর এক বাঙ্কার উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় এই মন্তব্য করেন ফিরহাদ হাকিম। বাঙ্কার ইস্যুতে মেয়র বলেন, বিএসএফের দায়িত্ব। ওটা রাজ্য পুলিশের এক্তিয়ার নয়। ওটা বিএসএফের কমান্ড জনের মধ্যে ওখানে রাজ্য পুলিশ যেতেও পারে না। দু-একটা সিনেমাতে আমরা দেখেছি বজরঙ্গি ভাইজান। পাকিস্তানের দিকে এরকম বাঙ্কার রয়েছে। কিন্তু সত্যিকারের যদি বাঙ্কার থেকে থাকে ভারতবর্ষের নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে।। শুধু ধর্মীয় মেরুকরণ বা রাজনীতি করে নয় ভারতের নিরাপত্তা আমাদের কাছে সবার আগে। শহরে হেলে পড়া বাড়ি প্রসঙ্গে ফিরহাদের মন্তব্য,এলবিএসএসের না গেলে প্ল্যানটা করবে কি করে? প্রশ্ন মেয়রের।তাদের কাছে গেলে তারা দায়িত্ব নেন। যে কোনো অনৈতিক কাজ বা আনলফুল কাজ হবে না। লক্ষী ভান্ডার নিয়ে সুকান্তর কটাক্ষ। মেয়রের পাল্টা মন্তব্য,আসলে উনি নিজেও মনে হয় মদ খান। তাই মদটা ওনার বেশি প্রিয়। কিন্তু লক্ষীর ভান্ডার আমাদের কাছে গর্ব। বাংলায় আমরা লক্ষীর ঝাঁপি হঠাৎ লক্ষীর পুজো করি। আমাদের মা-বোনরা আমাদের কাছে লক্ষী, তাই লক্ষীর ভান্ডার। ও যে দলটা করে তাতে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই।

তিনটি নয়, আরো একটি বাঙ্কারের উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য নদিয়ায়

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: সকালে আবারো তল্লাশি করে নতুন করে আরেকটি বাঙ্কার উদ্ধার করে বিএসএফ। এই নিয়ে মোট আমবাগান ও চাষের জমির একইএলাকা থেকে চারটি বাঙ্কার উদ্ধার করে বিএসএফ।এই বাঙ্কার গুলিতে থরে থরে বস্তা বস্তা সাজানো ছিল ফেনসিডিল। বাঙ্কারের উচ্চতা প্রায় ১০ থেকে ১২ ফুট, দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট এবং প্রস্থ ১২ ফুট যা একেকটি বড় বড় কন্টেইনারের সমান।এই কাজ একদিনে করা সম্ভব নয় অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে ওই আম বাগানে ছিল এই লোহার বাঙ্কার।তাহলে এখানেই উঠছে প্রশ্ন প্রশাসনের নজর এড়িয়ে কিভাবেই তৈরি হল এই বাংকার যা একার দ্বারা তৈরি করা সম্ভব নয়।অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে একের পর এক বাংকার তৈরি হয়েছে এবং একাধিক শ্রমিক বা মিস্ত্রি দিয়ে।সেই বাঙ্কার গুলি একে একে উদ্ধার করছে বা মাটির নিচে থেকে উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে বিএসএফ।সকাল থেকেই মড়িয়া প্রচেষ্টা চলছে বিএসএফের কিন্তু স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের দেখা নেই ঘটনাস্থলে। বিএসএফের তরফ থেকে বারংবার পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেওয়া হলেও এখনো ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়নি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। বাঙ্কার উদ্ধারের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে জেসিবি। তবে এক একটা বাঙ্কারের যা আকার বা আয়তন তাতে করে একটি জেসিবি দিয়ে এত বড় বাঙ্কার তোলা সম্ভব নয়। খবর বাঙ্কার তোলার জন্য হাইডার সাহায্য নেওয়া হতে পারে । অর্থাৎ বাংকার উদ্ধারের কাজে আরও তৎপরতা বাড়াচ্ছে বিএসএফ।তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারিনি পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে। অন্যদিকে এত বাঙ্কার উদ্ধার হওয়ায় আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা । স্থানীয় বাসিন্দারা ভয়ে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছেন না । এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী স্বপন কুমার ভৌমিক ঘটনাস্থলে যান । তিনি পক্ষান্তরে পুলিশ প্রশাসনকেই দায়ী করেন । তিনি বলেন দীর্ঘদিন ধরে অনৈতিক কাজ চলছে অথচ পুলিশ জানতে পারে না এটা হতে পারে না । তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন পুলিশের এব্যাপারে তৎপর হওয়া উচিত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ।

শুভেন্দুর গড়ে বাঁকিপুট সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের নিরঙ্কুশ জয়লাভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: ফের শুভেন্দু অধিকারীর জেলায় সমবায় সমিতিতে আবার বড়সড় ধাক্কা খেল গেরুয়া শিবির। ৪২ টি আসনের মধ্যে ৪২ টিতেই জয়লাভ তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীদের। সবুজ আবির মেখে বিজয় উল্লাস করলেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির দারিয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাঁকিপুট সমবায় নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ জয়লাভ। ৪২ টি আসনের মধ্যে ৪২ টি তৃণমূলের জয় লাভ। শুভেন্দুর গড়ে ধরাসাই বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীরা। এই সমবায় সমিতিতে প্রায় দু-হাজার ভোটার। টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে ভোট পর্ব শেষ হয়। এই বিধানসভায় বিজেপি জয়লাভ করেছে। প্রভাব খাটানো থেকে শুরু করে ভোট লুট করার চেষ্টা চালাচ্ছিল বিজেপি এমনটাই অভিযোগ তৃণমূলের। সব কিছু রুখে দিয়ে এমন জয়লাভ এসেছে বলে তৃণমূলের দাবি। দিকে দিকে সমবায় সমিতিতে জয়লাভের ফলে বিজেপি পর পর খয়ীষ্ণু হচ্ছে বলে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবী। যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি। তৃণমূল ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়েছে এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে বিজেপি সমর্থিত অধিকাংশ প্রার্থীদের নমিনেশন প্রত্যাহার করিয়েছে পাল্টা অভিযোগ বিজেপি শিবিরের। দেশপ্রান ব্লকের দারিয়াপুর অঞ্চলের বাঁকিপুট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ডেলিগেট নির্বাচনে বিজেপিকে ধরাশায়ী করে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসে সমর্থিত প্রার্থীরা ডেলিগেট নির্বাচিত হলেন। এই জয়ের পর তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয় অনেক কুৎসা রটানোর চেষ্টা হয়েছে অনেক ধরনের ষড়যন্ত্র হয়েছে। কিন্তু ভোটাররা সবকিছুকে উপেক্ষা করে মা মাটি মানুষের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এই নির্বাচনে জয় এটাই প্রমাণ করল গ্রামের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর ভরসা রাখে।

জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হুগলিতে

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: জাতীয় ভোটার দিবস বা ভোটার দিবস একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন যা গণতান্ত্রিক চর্চা এবং ভোটাধিকার রক্ষার জন্য বিশেষভাবে উদযাপন করা হয়। এই দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো নাগরিকদের তাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, নতুন ভোটারদের তালিকাভুক্ত করা, এবং জনগণকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে উৎসাহিত করা।এই দিনে হুগলীর জেলা শাসক মুক্তা আর্য দশজন নতুন ভোটারের হাতে নতুন ভোটার কার্ড তুলে দেন। অন্যদিকে পান্ডুয়া সুলতানিয়া হাই মাদ্রাসার ভূমিকা এই দিবসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সারাবছর ধরে তারা ভোটাধিকার নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালায়। এই উদ্যোগের জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে সম্মাননা প্রদান করেন জেলা শাসক।

এই অনুষ্ঠানে জেলা শাসক ছাড়াও সদর মহকুমা শাসক স্মৃতা সান্যাল শুক্লা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাদের অংশগ্রহণ এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে। বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং নারীদের ভোটাধিকারের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি গৃহীত হয়। জাতীয় ভোটার দিবস শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক দিবস নয়, এটি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এটি নতুন প্রজন্মকে তাদের নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে ভোট প্রদানের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করে।

বোলপুর পুর এলাকায় দুয়ারে সরকার

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আবার এসেছে "দুয়ারে সরকার"। ৩৭ টি সরকারি পরিষেবা নিয়ে শুরু হয়েছে ২৪ শে জানুয়ারি থেকে নবম পর্যায়ে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি। আজ বোলপুর পৌরসভার তিন এবং চার নম্বর ওয়ার্ডে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে সরজমিনে কর্মসূচির অগ্রগতিতে অংশ নিতে উপস্থিত ছিলেন স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি ডাইরেক্টর এবং ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার গভমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী মাননীয় জলি চৌধুরী মহাশয় সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর পৌরসভার মাননীয়া পৌরমাতা,পর্ণা ঘোষ মহাশয়া সহ বিভিন্ন পৌর আধিকারিক, প্রশাসনিক স্তরের সকল আধিকারিকবৃন্দ ও বোলপুর পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিনামূল্যে ঠোঁট, তালুকাটা সার্জারি শিবির

আজিম শেখ ● সিউড়ি

আপনজন: আন্তর্জাতিক সংস্থা 'অপারেশন স্মাইল' এর তত্ত্বাবধানে বিনামূল্যে জন্মগত ঠোঁট ও তালু কাটা যেকোনো ব্যক্তি বা বয়সের রুগিদের প্রী সার্জারী ক্যাম্প করা হলো বীরভূম জেলার সিউড়ির 'ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির' প্রাঙ্গণে।

এই শিবিরে উপস্থিত ৩১ জনের মধ্যে ১১ জনকে চিন্হিত করা হয়েছে এবং তাদের ঠোঁট,তালু এবং রাইনোপ্লাস্টি সার্জারী করার জন্য সম্পূর্ণ নিখরচায় 'অপারেশন স্মাইল" সংস্থার 'দুর্গাপুর ক্লেফ্ট সেন্টার' আই.কিউ.সিটি সুপার স্পেসালিটি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হবে । যাতায়াত, থাকা, খাওয়া, অপারেশন, ঔষধ সবকিছু বিনামূল্যে। এছাড়াও ৫ জন বাচ্চাকে বিনামূল্যে নিউট্রেশন ফুড দেওয়া হয়।

ইমাম মুয়াজ্জিনদের সম্প্রীতি সভায় সাংসদ বাপির শান্তির বার্তা

নুরউদ্দিন ● রায়দিঘি

আপনজন: অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জেন অ্যাসোসিয়েশন এন্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং মথুরাপুর এক নম্বর ব্লক শাখার উদ্যোগে মথুরাপুরে একটি শান্তি ও সম্প্রীতি সভা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার,মন্দির বাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার, রায়দিঘীর বিধায়ক অলক জলদাতা,মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের ব্লক সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার,ইমাম মোয়াজ্জেন অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি জিয়াউল হক লস্কর,নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, ইমাম মোয়াজ্জেনের মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লক কমিটি থেকে আব্দুল হাকিম মোল্লা, লুৎফর রহমান, আনসার পিয়াদা সহ প্রায় ২ শতাধিক ইমাম মোয়াজ্জেন। এদিন মথরাপুর এক নম্বর ব্লক সভাপতি মানবেনেন্দু হালদার বলেন,কেন্দ্র সরকার ভারতবর্ষটাকে হিন্দু মুসলিম ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমরা-হিন্দু মুসলিম একসাথে বসবাস করি,আমরা ভাগ হতে দেব না ভারতবর্ষকে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রায়দিঘীর বিধায়ক অলক জালদাতা বলেন ভারতীয় সংবিধানকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার,ভাগ করে দিচ্ছে হিন্দু-মুসলিম,আমরা চাইবো একত্রিত হয়ে মানুষ মানুষের পাশে থাকতে। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সাংসদ বাপি হালদার বলেন শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে হিন্দু মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই সাথে চলতে হবে সকলকে।

নির্বাচনী কাজে পুরস্কৃত হাওড়ার ৫ বিডিও

সুরজীৎ আদক ● হাওড়া

আপনজন: নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হল হাওড়া জেলার ৫ বিডিওদের। উল্লেখ্য,শনিবার ছিল জাতীয় ভোটার দিবস।সেই উপলক্ষে হাওড়ার শরৎ সদনে আয়োজিত জাতীয় ভোটার দিবস ২০২৫-এর এক অনুষ্ঠানে ৫ জন বিডিওদের হাতে স্মারক ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।বিডিওদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন হাওড়ার জেলাশাসক তথা জেলার নির্বাচনী আধিকারিক ডা.পি দীপাপ প্রিয়া।উল্লেখ্য,এসভিইইপ অর্থাৎ পদ্ধতিগত ভোটারদের শিক্ষা ও নির্বাচনী অংশগ্রহণমূলক এই কর্মসূচি।চলতি বছরের জাতীয় ভোটার দিবসের থিম ছিল "ভোটের মত কিছু নাই, ভোট আমি দেব তাই"। এই স্লোগানকে সামনে রেখেই জাতীয় ভোটার দিবসে একাধিক কর্মসূচি রাখা হয়েছিল।বসে আঁকো প্রতিযোগিতা থেকে একাধিক কর্মসূচির অনুষ্ঠান শেষে সকলকে পুরস্কৃত করা হয় হাওড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

উল্লেখ্য,হাওড়া জেলায় ১৪টি ব্লক রয়েছে। এর মধ্যে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক,আমতা-১নং ব্লকের বিডিও আদৃতা সমাদ্দার,শ্যামপুর-১নং ব্লকের বিডিও তন্ময় কার্যী, সাঁকরাইল ব্লকের বিডিও সৈকত দে,শ্যামপুর-২নং ব্লকের বিডিও সঞ্জুগুহ মজুমদার এঁনাদের পুরস্কৃত করার পাশাপাশি স্মারক ও সার্টিফিকেট তুলে দিলেন জেলাশাসক ডা.পি দীপাপ প্রিয়া।

প্রথম নজর

সৌদির নতুন জাতীয় সংগীতের সুর করবেন মার্কিন তারকা

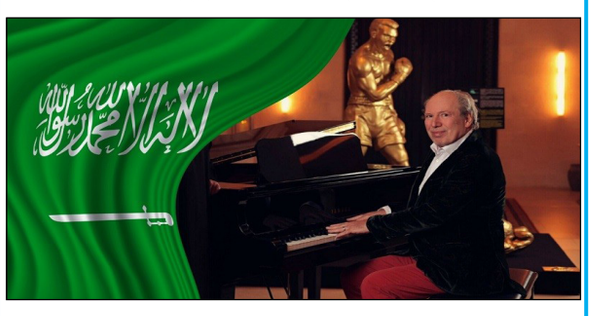

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী এবং ধনী দেশ সৌদি আরব। ক্ষমতার দিক দিয়ে পৃথিবীর অন্যতম দেশ সৌদি আরব। সম্প্রতি দেশটি তাদের জাতীয় সংগীতকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই কাজের দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মার্কিন অস্কারজয়ী সুরকার হ্যান্স জিমারের। পৃথিবীব্যাপী সুরের জাদুকর হিসেবে খ্যাতিসম্পন্ন এই শিল্পী কাজ করেছেন 'দ্য পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান', 'ইন্টারস্টেলার', 'গ্ল্যাডিয়েটর' ইত্যাদি সিনেমার গানে।

দেশটির গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, সৌদি আরবে যে বিপুল পরিবর্তনের কর্মযজ্ঞ চলছে, তারই অংশ হিসেবে জাতীয় সংগীতকে নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাছাড়া জনপ্রিয় মার্কিন সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, হলিউডের বিখ্যাত সব সিনেমার সুরকার জিমার এই প্রকল্পের কাজে প্রাথমিকভাবে সম্মতি জানিয়েছেন।

সৌদি গণমাধ্যম সূত্রে আরও জানা যায়, জাতীয় সংগীত ছাড়াও জিমারের সঙ্গে 'আরাবিয়া' নামে একটি নতুন মৌলিক সংগীত রচনার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি কনসার্ট আয়োজনেরও পরিকল্পনা রয়েছে। প্রসঙ্গত, সৌদি আরবের জাতীয় সংগীত 'আশ আল-মালিক' (দীর্ঘজীবী হোন বাদশা)। ১৯৪৭ সালে মিসরের সুরকার আবদুর রহমান আল-খতিব সৌদি বাদশা আবদুল আজিজের অনুরোধে রচনা করেছিলেন। বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণটি সেই সময়কার প্রচলিত 'আরব ফ্যান ফেয়ার' ঘরানার।

উল্লেখ্য, মার্কিন তারকা হ্যান্স জিমারের ঝুলিতে রয়েছে দুটি অস্কার, একটি বাফটা এবং চারটি গ্র্যামি জেতার রেকর্ড। 'দ্য লায়ন কিং' ও 'ডুন' চলচ্চিত্রের জন্য সেরা মৌলিক সুর বিভাগে অস্কার পান তিনি। এমনকি দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের শীর্ষ ১০০ জন জীবন্ত কিংবদন্তির তালিকায় রয়েছেন তিনি।

সমুদ্রের নিচে ১২০ দিন বসবাস, মহাকাশ প্রকৌশলীর বিশ্বরেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: একজন জার্মান নাগরিক পানামা উপকূলে সমুদ্রের নিচে চাপমুক্তকরণ প্রক্রিয়া ছাড়া ১২০ দিন অবস্থান করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। মহাকাশ প্রকৌশলী রুডিগার কচ (৫৯) শুক্রবার তার সমুদ্রের নিচের ৩২০ বর্গফুটের ক্যাপসুল (বাসা) থেকে বের হয়ে আসেন। এ সময় সেখানে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের বিচারক সুজানা রেয়েস উপস্থিত ছিলেন। সুজানা নিশ্চিত করেছেন, রুডিগার কচ আমেরিকান জোসেফ দিতুরির রেকর্ড ভেঙে ফেলেছেন।

জোসেফ দিতুরি এর আগে ফ্লোরিডার লেকে পানির নিচে একটি লজে ১০০ দিন পার করেছিলেন।

সমুদ্রের নিচে ৩৬ ফুট গভীরে অবস্থিত ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে কচ বলেন, 'এটা ছিল একটা দুঃসাহসিক কাজ, যা শেষ হয়েছে। এটা দারুণ, যেখানে সব কিছু শান্ত ও অন্ধকারময়। সমুদ্র যেখানে জ্বলজ্বল করে।'

রেকর্ড উদযাপন করতে কচ শ্যাম্পেন পান করেন ও একটি সিগার খান। তারপর ক্যারিবিয়ান সাগরে লাফিয়ে পড়েন। সেখান থেকে একটি নৌকা তাকে তুলে নিয়ে শুকনা জমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে তাকে নিয়ে একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। উত্তর পানামার উপকূল থেকে নৌকায় মাত্র ১৫ মিনিট দূরত্বে ক্যাপসুলটি স্থাপন করা হয়েছিল। এটি আরেকটি চেম্বারের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, যা ঢেউয়ের ওপরে ছিল। একটি সরু সর্পিল সিঁড়িসংবলিত একটি টিউব দিয়ে খাবার ও দর্শনার্থীরা, এমনকি একজন চিকিৎসকও সেখানে যেতেন। ক্যাপসুলের ভেতরে তার দৈনন্দিন জীবনযাপন, মানসিক স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং কখনোই পানির ওপরে না ওঠার প্রমাণ রাখতে চারটি ক্যামেরা তার গতিবিধি রেকর্ড করেছে।

কচ আরো বলেন, 'এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। আপনাকে নিজ থেকে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।

আল-আকসায় ৫০ হাজার ফিলিস্তিনির জুমার নামাজ আদায়

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলের কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যেও গতকাল (শুক্রবার) ফিলিস্তিনের আল-আকসা মসজিদে ৫০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি মুসল্লি জুমার নামাজ আদায় করেছেন। কোনো যুবককে মসজিদে ঢুকতে দেয়নি দখলদার সেনারা। এছাড়া আরো কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল ইসরাইল।

জর্ডান পরিচালিত ইসলামিক ওয়াকফ বিভাগ এবং আল-আকসা মসজিদ বিষয়ক বিভাগ ঘোষণা করেছে ৫০ হাজারের মতো মুসল্লি মসজিদ প্রাঙ্গণে জুমার নামাজে শরিক হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, ইসরাইলি বাহিনী মসজিদের মূল ফটকগুলোতে বিশেষ করে দামেস্ক এবং লায়ন্স গেটে তাদের উপস্থিতি জোরদার করেছে। তারা গতকাল অনেক মুসল্লিকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং তাদের পরিচয় যাচাই করেছে।

যুবকদেরকে মসজিদের সামনের প্রাঙ্গণে ঢুকতে দেয়া হয়নি। এমন বিধিনিষেধের কারণে কিছু মুসল্লি আল-আকসা মসজিদের কাছের রাস্তায় জুমার নামাজ আদায় করতে বাধ্য হয়েছেন।

ইসরাইলি বাহিনী দখলকৃত পশ্চিম তীরের মুসল্লিদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিয়েছে। সামরিক চেকপয়েন্ট অতিক্রম করার জন্য বিশেষ অনুমতিপত্র দেখাতে না পারলে কাউকে সেখানে যেতে দেয়া হয়নি।

গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে পশ্চিম তীরে হামলা জোরদার করেছে ইসরাইলিরা। একই সাথে সেখানে অসংখ্য চেকপয়েন্ট ও গেট বসানো হয়েছে।

সৌদি আরব চাইলে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধ হবে: ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ এক নিমেষে বন্ধ করতে পারে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব। দেশটির এক সিদ্ধান্তেই 'সাথে সাথে' যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমনটাই দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি এতদিন কেন সেটা ঘটল না তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তিনি।

পূর্ব ইউরোপের যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সৌদি আরবের কী করা উচিত, সেটাও বলে দিয়েছেন ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেছেন, সৌদি আরব ও তেল রফতানিকারী অন্য দেশগুলোর উচিত অবিলম্বে তেলের দাম কমিয়ে দেয়া। তা হলেই রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে।

আল জাজিরার উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াশিংটন থেকে এএফপি এই খবর জানায়।

সুইজারল্যান্ডের দাভোস শহরে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভা চলছে। সেখানেই স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ফোরামের ব্যবসায়ী নেতাদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন ট্রাম্প।

তিনি বলেন, তেল রফতানিকারী দেশগুলো যে এখনো তেলের দাম কমায়নি, তাতে তিনি বিস্মিত। তার মতে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অনেক আগেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল সৌদি-সহ বাকিদের।

মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোলিয়াম রফতানিকারক দেশগুলোর সংস্থা ওপেকের সদস্যদের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, 'সৌদি ও ওপেকের সকলকে আমি বলব, তেলের দাম কমান। আপনাদের এটা করতেই হবে। সত্যি কথা বলতে, এখনো যে এটা করা হয়নি, তাতে আমি অবাক। তেলের দাম কমলে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে।'

ট্রাম্প আরো বলেন, 'খনিজ তেলের দাম এখন অনেক বেশি। তাই যুদ্ধ চলবে। যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলে আপনাদের তেলের দাম কমাতে হবে। যা হচ্ছে, তার জন্য ওই দেশগুলো অনেকাংশে দায়ী। এত মানুষ মারা যাচ্ছে! তেলের দাম কমার পর আমি সুদের হারও কমাতে বলব।'

২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এরপর প্রায় তিন বছর ধরে চলছে রক্তক্ষয়ী এই সঙ্ঘাত। এই দীর্ঘ সময়ে দু'পক্ষের পাল্টা হামলায় হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ও লক্ষাধিক মানুষের বাস্তুচ্যুতি ঘটেছে।

ক্ষমতার বাইরে থাকার সময় থেকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কথা বলে আসছেন ট্রাম্প। তিনি প্রায়ই বলতেন, ক্ষমতায় থাকলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সমাধান করে ফেলতেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর সম্প্রতি তিনি বলেন, ইউক্রেন সঙ্ঘাত নিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আলোচনায় বসবেন তিনি। বৈঠকের আয়োজন চলছে বলেও দাবি করেন তিনি।

গত ২০ জানুয়ারি সোমবার দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণ করেন তিনি। এরপর অবিলম্বে এই সঙ্ঘাতের সমাধান দাবি করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ বন্ধ না করলে রাশিয়া নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ইয়াহিয়া সিনওয়ার হত্যায় জড়িত ইসরায়েলি সেনা কমান্ডারদের হত্যা

আপনজন ডেস্ক: গত ১৬ অক্টোবর ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে হত্যা করে ইসরায়েলি বাহিনী। এ ঘটনায় জড়িত দুজন সিনিয়র ইসরায়েলি সেনা কমান্ডারকে হত্যার ভিডিও প্রকাশ করেছে হামাসের সামরিক বাহিনী আল-কাসসাম ব্রিগেড।

গত ১৯ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার আগে উত্তর গাজায় তাদের হত্যা করা হয় বলে এক প্রতিবেদনে জানায় ইরানের মেহের নিউজ এজেন্সি। খবরে বলা হয়, শুক্রবার 'ডেথ অ্যাম্বুশ সিরিজ' নামক ভিডিওর প্রথম পর্ব প্রকাশ করে হামাসের এই সামরিক বাহিনী। ভিডিওর একাংশে দেখা যায়, গত ৬ জানুয়ারি উত্তর গাজার বেইত হানুন শহরে আগে থেকে পেতে রাখা এক বোমা বিস্ফোরণে একজন সিনিয়র ইসরায়েলি সেনা কমান্ডার, তার ডেপুটি ও আরো কয়েকজন দখলদার সেনা নিহত হন। ওই হামলায় নিহতদের মধ্যে ছিলেন মেজর ডেভির জিওন রেভা ও তার ডেপুটি এইতান ইসরায়েল শিকনাজি। হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে হত্যার সঙ্গে এই দুই সেনা কমান্ডার জড়িত ছিল বলে দাবি করেছে আল-কাসসাম ব্রিগেড। এ ছাড়া বেইত হানুনে চালানো অন্তত একটি গণহত্যায় অংশ নিয়েছিল তারা।

সিনওয়ার ২০১৭ সাল থেকে গাজায় হামাসের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মতে, ৭ অক্টোবরের হামলার 'মাস্টারমাইন্ড' তথা মূল পরিকল্পনাকারী তিনিই ছিলেন। ওই হামলায় হামাসের বন্দুকধারীরা প্রায় এক হাজার ২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করে নিয়ে এসেছিল।

১ লাখ ২০ হাজার সবুজ ইগুয়ানা হত্যার পরিকল্পনা করেছে তাইওয়ান

আপনজন ডেস্ক: ১ লাখ ২০ হাজার সবুজ ইগুয়ানা হত্যার পরিকল্পনা করেছে তাইওয়ান। প্রাণীগুলোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে মানবিক পদ্ধতি ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন সচেতন ব্যক্তিরা। কৃষি খাতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। বন ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থার চিউ কুও-হাও-এর মতে, প্রায় ২ লাখ সরীসৃপ প্রাণী ইগুয়ানা দ্বীপের দক্ষিণ এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বসবাস করে, এ অঞ্চল কৃষিকাজের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

বিশেষভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিকারী দল গত বছর প্রায় ৭০ হাজার ইগুয়ানা হত্যা করেছে। প্রতিটি প্রাণী হত্যার জন্য ১৫ ডলার পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার জনগণকে ইগুয়ানার বাসা চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে বলেছে এবং তারা প্রাণী হত্যা করার জন্য মাছ ধরার তীরকে সবচেয়ে মানবিক পদ্ধতি হিসেবে সুপারিশ করেছে। দক্ষিণ কাউন্টি পিংতুংয়ের কৃষি বিভাগের লি চি-ইয়া বলেন, 'অনেক মানুষ এগুলোকে সুন্দর ছোট পোষা প্রাণী হিসেবে কিনেছিল। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি এগুলো কতটা বড় হবে এবং দীর্ঘায়ু হবে। এরপর তারা এগুলোকে বনে ছেড়ে দেয়। ফলে তাইওয়ানের পরিবেশে যথেষ্ট দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।' লি চি-য়া আরো বলেন, 'এটি তাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। আমাদের জন্য তাদের শিকার করা এবং প্রকৃতির ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।'

সবুজ ইগুয়ানাদের তাইওয়ানে কোনো প্রাকৃতিক শিকরি নেই এবং

তারা এমন এলাকায় চলে গেছে যেখানে প্রবেশ করা কঠিন, বেশিরভাগই বন এবং শহরের ধারে। পুরুষ ইগুয়ানা ২ ফুট (৬.৬ ফুট) পর্যন্ত লম্বা হতে পারে, ৫ কিলোগ্রাম (১১ পাউন্ড) ওজনের হতে পারে এবং ২০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। অন্যদিকে স্ত্রী ইগুয়ানা একসঙ্গে ৮০টি পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে। প্রধানত মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে বসবাসকারী ইগুয়ানার ধারালো লেজ, চোয়াল এবং ক্ষুরের মতো দাঁত থাকা সত্ত্বেও তারা আক্রমণাত্মক নয়। সরীসৃপগুলো বেশিরভাগ ফল, পাতা এবং গাছপালা খেয়ে বেঁচে থাকে। পোষা প্রাণী হিসেবে জনপ্রিয় হলেও, বন্দি অবস্থায় তাদের সুস্থ রাখা কঠিন এবং এক বছরের মধ্যে মারা যায়। তাইওয়ানের সরীসৃপ সংরক্ষণ সমিতির মহাসচিব হসু ওয়েই-চিহ বলেন, তাদের সংগঠন চায় কৃষকদের কীভাবে নিরাপদে থাকবেন, তাদের সম্পত্তি রক্ষা করবেন এবং ইগুয়ানাদের মানবিকভাবে আচরণ করবেন তা শেখাতে। তিনি আরো বলেন, 'এই প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করতে আমরা এখানে এসেছি।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

খরচ কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও খরচ কমানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার ঠিক করে কাজ এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। রয়টার্সের দেখা একটি অভ্যন্তরীণ স্মারকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) প্রধান কর্মীদের জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সংস্থা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘোষণার পরেই সংস্থাটি ব্যয় হ্রাস করা এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলো এগিয়ে নেওয়া হবে। গত সোমবার ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদে শপথ নেওয়ার প্রথম দিনেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-১৯ মহামারি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় নানা ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে। ২৩ জানুয়ারির স্মারকে ডব্লিউএইচওর মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম ঘেব্রেয়েসাস বলেছেন, 'এই ঘোষণা আমাদের আর্থিক পরিস্থিতিকে আরো তীব্র করে তুলেছে।' এতে বলা হয়েছে, খরচ কমানোর অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদে ভ্রমণ ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা এবং নিয়োগ বন্ধ করার পরিকল্পনা করেছে ডব্লিউএইচও। রয়টার্স কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত স্মারকলিপিটি সত্য বলে নিশ্চিত করেছেন ডব্লিউএইচওর একজন মুখপাত্র, তবে এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ নিশ্চিত করেছে, যুক্তরাষ্ট্র ২০২৬ সালে জানুয়ারিতেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বেরিয়ে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর সবচেয়ে বড় আর্থিক সহায়তাকারী দেশ। তাদের সামগ্রিক তহবিলের প্রায় ১৮ শতাংশ অবদান রাখে দেশটি। ডব্লিউএইচও-এর সাম্প্রতিক দুই বছরের বাজেট, ২০২৪-২০২৫ সালের জন্য ছিল ৬.৮ বিলিয়ন ডলার। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, ডব্লিউএইচও ইতিমধ্যেই সংস্থাটির সংস্কার এবং তহবিল প্রদানের পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য কাজ শুরু করেছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলো ওপর বাধ্যতামূলক ফি বৃদ্ধি করেছে। তবে তারা জানিয়েছে, আরো তহবিলের প্রয়োজন পড়বে এবং একই সঙ্গে খরচ কমাতে হবে। এর মধ্যে থাকবে ব্যতিক্রমী অনুমোদন ছাড়াই সকল বৈঠক ভার্চুয়ালভাবে করা, আইটি সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন সীমিত করা এবং নিরাপত্তা বা ইতিমধ্যে অনুমোদিত খরচ কমানোর সঙ্গে যুক্ত না হলে অফিস সংস্কার স্থগিত করা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৬মি.

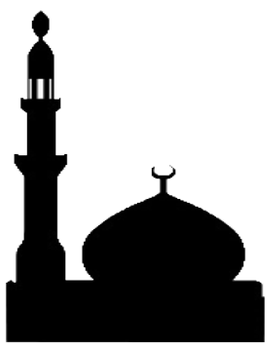

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৭
যোহর	১১.৫৪	
আসর	৩.৪৫	
মাগরিব	৫.২৬	
এশা	৬.৩৮	
তাহাজ্জুদ	১১.১০	

সৌদি আরবে বহুজাতিক সামরিক মহড়া

আপনজন ডেস্ক: সৌদি প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে, "স্পিয়ারস অব ভিক্টরি ২০২৫" সামরিক মহড়া আগামী সপ্তাহে সৌদি আরবের এয়ার ওয়ারফেয়ার সেন্টারে শুরু হবে। এই মহড়া ২৬ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। ১৫টি দেশের অংশগ্রহণে সামরিক সহযোগিতা জোরদার করাই এই মহড়ার উদ্দেশ্য। এই মহড়ায় অংশ নেবে বাহরাইন, গ্রিস, ফ্রান্স, কাতার, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং পাকিস্তান। আরও সাতটি দেশ অস্ট্রেলিয়া, মিশর, ইতালি, জর্ডান, মরক্কো, দক্ষিণ কোরিয়া এবং স্পেন - পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশ নেবে।

সিরিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান শুক্রবার দামেস্কে সিরিয়ার নতুন নেতা আহমেদ আল-শারার সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে সিরিয়ার নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও ঐক্যের পাশাপাশি দেশটির ওপর আরোপিত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনা হয়। শুক্রবার (২৪ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে আরব নিউজ। সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়, বৈঠকে সিরিয়ার রাজনৈতিক, মানবিক ও অর্থনৈতিক সহায়তার পাশাপাশি দেশটির জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরুদ্ধারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রিন্স ফয়সাল বলেন, সিরিয়ার ওপর আরোপিত সব নিষেধাজ্ঞা দ্রুত প্রত্যাহার ও স্থগিত করা জরুরি। তিনি জানান, এই ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে সৌদি আরব সক্রিয় সংলাপে রয়েছে এবং ইতিবাচক বার্তা পাচ্ছে।

২০১১ সালে শুরু হওয়া সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা বাশার আল-আসাদ সরকার পতনের পর, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) গোষ্ঠীর নেতা আহমেদ আল-শারা সিরিয়ার নতুন শাসক হিসেবে ক্ষমতায় আসেন। আসাদের শাসনামলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সিরিয়ার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, যা দেশটির অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

ইসরাইলি কারাগার থেকে ২০০ ফিলিস্তিনির মুক্তি

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে দ্বিতীয় ধাপে ২০০ ফিলিস্তিনি কারাবন্দীকে মুক্তি দিয়েছে ইসরাইল। চার ইসরাইলি পণবন্দীর পরিবর্তে তাদের মুক্তি দেয়া হয়। শনিবার (২৬ জানুয়ারি) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে ইসরাইলি কারাগারে বন্দী ২০০ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, মুক্তিপ্রাপ্ত ২০০ ফিলিস্তিনির মধ্যে ১২১ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন। এদের মধ্যে হামাসের ৮১ জন, ইসলামিক জিহাদের ২৩ জন, ফাতাহের ১৩ জন, পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশনের দু'জন এবং ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশনের একজন রয়েছেন। এছাড়া ৭৯ জন দীর্ঘ মেয়াদের সাজাপ্রাপ্ত রয়েছেন। এর আগে যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে প্রথম দিনে (১৯ জানুয়ারি) তিন পণবন্দীর বিনিময়ে ইসরাইল ৯০ ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেয়। যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী প্রথম ধাপে হামাসের হাতে থাকা ৩৩ ইসরাইলি পণবন্দীর মুক্তির বিনিময়ে ইসরাইল তাদের হাতে আটক কয়েক শ' ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেবে। ছয় সপ্তাহের মধ্যে এ বন্দী বিনিময় শেষ হবে। এদিকে, গাজা যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে শনিবার বিকেলে চার ইসরাইলি বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস।

গাজায় নিহতদের স্মরণে নতুন মসজিদ নির্মাণ করলো কাবুলের বাসিন্দারা

আপনজন ডেস্ক: গাজা যুদ্ধে নিহতদের প্রতি সংহতি জানাতে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের বাসিন্দারা নতুন একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। তারা মসজিদটির নামকরণ করেছেন ফিলিস্তিনি অঞ্চল 'গাজা'র নামে।

আরব নিউজ জানিয়েছে, সম্প্রতি উদ্বোধন করা মসজিদটি কাবুলের কোয়া-ই-মারকাজ এলাকায় অবস্থিত। শহরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক প্লাজা এবং বিখ্যাত কার্পেট মার্কেটের কাছাকাছি এটি নির্মাণ করা হয়।

দ্বিতল ভবনের মসজিদটিতে প্রায় ৫০০ জন প্রার্থনা করতে পারেন। কাবুল পৌরসভার দান করা জমিতে স্থানীয় জনসাধারণের অনুদানে এটি নির্মাণ করা হয়। তহবিল সংগ্রহের নেতৃত্বদানকারী ব্যবসায়ী হাজি হাবিবুদ্দিন রেজায়ি আরব নিউজকে বলেন, গাজার পুরুষ, নারী, শিশু, যুবক এবং প্রবীণদের ভূমি রক্ষায় সংগ্রাম ও আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মসজিদটির নামকরণ করা হয়েছে 'গাজা মসজিদ'।

তিনি বলেন, মসজিদ নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার আগে ফিলিস্তিন, আকসা ও গাজাসহ কয়েকটি নামের প্রস্তাব ছিল। তবে এটি নির্মাণে অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগই সংহতির প্রতীক হিসাবে গাজাকে বেছে নিয়েছে। আফগানদের মধ্যে ফিলিস্তিনের প্রতি ব্যাপক সমর্থন রয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১২ মাঘ ১৪৩১, ২৪ রজব ১৪৪৬ হিজরি

আসন্ন মহাখরা

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি করিতেছে। তন্মধ্যে 'মহাখরা' নামক এক গভীরতর বিপর্যয়ের আশঙ্কা বিজ্ঞানীরা প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও মহাখরার কোনো সর্বসম্মত সংজ্ঞা এখনো নির্ধারিত হয় নাই, তথাপি ইহার তাৎপর্য সুস্পষ্ট। মহাখরার ধারণাটি প্রথম কনি উডহাউস এবং জোনাথন ওভারপেক ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে উত্থাপন করেন। তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি দীর্ঘস্থায়ী এবং তীব্র খরার বিবরণ দিয়াছেন, যাহা স্থানীয় জনজীবন ও পরিবেশে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল। বর্তমানে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলস্বরূপ বিশ্ব জুড়ে মহাখরার পুনরাবৃত্তি হইবার আশঙ্কা তীব্রতর হইয়াছে।

মহাখরা যে নূতন কিছু নহে, তাহার প্রমাণ ইতিহাসে বিদ্যমান। ১২৭৬ হইতে ১২৯৯ সালের মধ্যে উত্তর আমেরিকায় এক দীর্ঘস্থায়ী মহাখরা দেখা গিয়াছিল, যাহা 'দ্য গ্রেট ড্রট' নামে পরিচিত। ইহার কারণে স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী যেমন আনাসাজি ও হোহোকামদের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। বারংবার ফসলহানির ফলে তাহারা বসতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তদুপরি, খাদ্যের অভাব ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে অঞ্চলের সামগ্রিক পরিবেশ বিপন্ন হইয়া উঠে। এই মহাখরা প্রমাণ করে, দীর্ঘস্থায়ী খরা মানবসভ্যতার ওপর কত গভীর প্রভাব ফেলিতে পারে।

সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ায় উদ্ভূত দাবানল ইহার একটি বাস্তব উদাহরণ। গবেষকগণ উল্লেখ করিয়াছেন, এই দাবানলের প্রধান কারণ ছিল, ব্যতিক্রমী খরা। তাহারা আরো বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে এমন আরো অগণিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রার ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং ভূমির আর্দ্রতা হ্রাস পাইতেছে। গত তিন দশকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে খরার চিহ্ন স্পষ্ট হইয়াছে। গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে, ইহার নেতিবাচক প্রভাব আগামী এক দশক ধরিয়া সক্রিয় থাকিবে। মহাখরার কারণে সুপেয় পানির সংকট তীব্রতর হইবে এবং খাদ্যনিরাপত্তা বিপন্ন হইবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মহাখরার পাশাপাশি মহাদাবানলেরও সৃষ্টি হইবে। ইহা কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটাইবে। ফলত, খাদ্যের উৎপাদন হ্রাস পাইয়া কোটি কোটি মানুষের জীবন অনাহার ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইবে। পরিবেশের ওপর এই প্রতিক্রিয়াগুলো দীর্ঘমেয়াদি ও বহুমাত্রিক হইবে।

সুইজারল্যান্ডের সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট ফর ফরেস্ট, স্নো অ্যান্ড ল্যান্ডস্কেপ রিসার্চের গবেষণাপত্রে লিয়ানজি চেন নেতৃত্বে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখানো হইয়াছে, মহাখরার কারণগুলি সম্পূর্ণরূপে মানবসৃষ্ট। গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন, অরণ্যনিধন এবং অবৈজ্ঞানিক কৃষিকাজ ইহার মূল কারণ। যদি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহা হইলে পৃথিবী এক মহাবিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হইতেছে। তাহা হইলে, এই সংকট সমাধানের উপায় কী? প্রথমত, বৈশ্বিক জলবায়ু নীতিমালা আরো কার্যকর করিতে হইবে।

কার্বন নির্গমন নিয়ন্ত্রণ, নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার, এবং টেকসই কৃষিকাজ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করিয়া একযোগে এই সংকট মোকাবিলা করিতে হইবে। তৃতীয়ত, স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় টিকসই অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, পানির অপচয় রোধ, বনাঞ্চল সংরক্ষণ, এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে। চতুর্থত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে কাজে লাগাইয়া কৃষিক্ষেত্রে খরা সহিষ্ণু ফসলের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রতিকূলতার মোকাবিলায় সক্ষম হইবার জন্য উদ্ভাবনী পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

মহাখরা একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং ইহার সমাধানও বৈশ্বিক স্তরে খুঁজিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা এবং সকল স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ। জলবায়ুর এই সংকটময় অবস্থায় যদি আমরা অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে পৃথিবী একটি অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইবে। তাই, মানবজাতিকে এখনই ইহা উপলব্ধি করিয়া সক্রিয় হইতে হইবে। তাহা হইলেই কেবল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করা সম্ভব হইবে।

• • • • • • • • • • • • •

ট্রাম্প ২.০: ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে কি শান্তি ফিরবে?

বিশ্বের অধিকাংশ রাজনৈতিক সচেতন মানুষ হয়তো ভাবছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদে কীভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো সমাধান করবেন। বিশেষ করে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রে তার নীতি কীভাবে কার্যকর হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। লিখেছেন **আইলিন ইউনভার নোই।**

চলতি মাসের ২০ তারিখে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তার নির্বাচনি প্রচারণার সময় তিনি বারবার বলেছিলেন, 'যেদিন ক্ষমতায় ফিরে আসব, সেদিন থেকেই যুদ্ধ বন্ধের কাজ শুরু হয়ে যাবে। যদিও এখনো বলা যাচ্ছে না, তিনি কবে নাগাদ এবং ঠিক কীভাবে সম্পূর্ণর পে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের ইতি টানবেন, তবে এটা স্পষ্ট যে, তিনি তার প্রথম মেয়াদের তুলনায় এবার অনেক বেশি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছেন। এবারের নির্বাচনে তার দল কংগ্রেসের দুই কক্ষ 'হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস' ও 'সিনেটে' সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এর ফলে আগামী দুই বছর পুরো যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কার্যক্রম তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

বিশ্বের অধিকাংশ রাজনৈতিক সচেতন মানুষ হয়তো ভাবছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদে কীভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো সমাধান করবেন। বিশেষ করে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রে তার নীতি কীভাবে কার্যকর হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তার মধ্যে একটি বড় সিদ্ধান্ত হতে পারে জাতিসংঘ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) ও জি-৭-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা। তিনি জি-২০ এবং ব্রিকস (BRICS)-এর মতো বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও কৌশলগত প্ল্যাটফরমের প্রতি বেশি মনোযোগ দেবেন।

ইতিমধ্যেই তিনি একটি কড়া বার্তা দিয়েছেন, যদি ব্রিকসভুক্ত দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলারের বদলে তাদের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহার করার চেষ্টা করে, তাহলে তিনি সেই দেশগুলোর পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন। এই কঠোর বার্তা ইঙ্গিত দেয়, দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প চীনের পক্ষে কোনো সুযোগ তৈরি হতে দেবেন না। তার নির্বাচনি প্রচারণার সময় তিনি তাইওয়ানকে অভিযুক্ত করেছিলেন, তারা যুক্তরাষ্ট্রের চিপ প্রযুক্তি নকল করছে। এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি তাইওয়ানের পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি দেন।

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি শক্তি দেখিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার পথ খুঁজতে আগ্রহী ছিলেন। তবে এবার মনে হচ্ছে, তিনি ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন। এবার তার কৌশল হবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। তিনি সরাসরি 'বৈশ্বিক পুলিশ' হিসেবে কাজ করার পরিবর্তে নিজের দেশের স্বার্থ নিশ্চিত করবেন।

ট্রাম্পের মনোযোগ মূলত যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার দিকে থাকবে। এই লক্ষ্যে তিনি মার্কো রুবিয়ো ও মাইক ওয়াল্টজকে তার পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়েছেন। তারা দুজনই চীনের ব্যাপারে কঠোর মনোভাবাপন্ন। এর অর্থ হলো, ইউরোপ বা মধ্যপ্রাচ্য ট্রাম্পের প্রশাসনের অগ্রাধিকারের তালিকার শীর্ষে থাকবে না। চীনের প্রতি মনোযোগ দিতে এবং নিজের অবস্থান শক্তিশালী করতে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতার পথ বেছে নেবেন। এজন্যই ট্রাম্প বলেছেন, তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক দিনের মধ্যে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করবেন।'

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি শক্তি দেখিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার পথ খুঁজতে আগ্রহী ছিলেন। তবে এবার মনে হচ্ছে, তিনি ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন। এবার তার কৌশল হবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। তিনি সরাসরি 'বৈশ্বিক পুলিশ' হিসেবে কাজ করার পরিবর্তে নিজের দেশের স্বার্থ নিশ্চিত করবেন

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি প্রদর্শন করে কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনা করেছিলেন। তবে বৈশ্বিক রাজনীতি আর আগের মতো নেই। গত চার বছরে যুক্তরাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। চীন, রাশিয়া ও ইরানের মতো দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র সামান্য হলেও কিছুটা কূটনৈতিক শক্তি হারিয়েছে। ট্রাম্প এখন এই দুর্বলতাগুলো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন।

তাই এবার তিনি যুদ্ধ এড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেবেন। তার 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি এই প্রচেষ্টার কেন্দ্রে থাকবে। এই নীতির আওতায় তিনি দেশের সীমান্ত সুরক্ষা, জ্বালানি নিরাপত্তা, বিরল খনিজ সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর জোর দেবেন।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে একটি বড় বাস্তববাদী সিদ্ধান্ত হবে তুরস্কের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানো। তুরস্ক এমন একটি অঞ্চলে অবস্থিত, যা বর্তমানে ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু। ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর বর্তমানে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এই অঞ্চলগুলোতে শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। তুরস্ক এই অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং এর উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্তে এই মুহূর্তে সংঘর্ষ চলছে। এই অস্থিরতা তুরস্ককে তার চারপাশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য তৎপর হতে বাধ্য করেছে। একই সঙ্গে, এমন পরিস্থিতি তুরস্ককে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকটে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখার সুযোগ দিয়েছে।

> **ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি শক্তি দেখিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার পথ খুঁজতে আগ্রহী ছিলেন। তবে এবার মনে হচ্ছে, তিনি ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন। এবার তার কৌশল হবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। তিনি সরাসরি 'বৈশ্বিক পুলিশ' হিসেবে কাজ করার পরিবর্তে নিজের দেশের স্বার্থ নিশ্চিত করবেন।**

অন্যদিকে, ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য মূলত তিনটি পক্ষের মধ্যে ভাগ হয়ে আছে– ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), রাশিয়া ও তুরস্ক। এই তিন পক্ষের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তাদের প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মধ্যে কেউই অন্য দুই পক্ষের সহায়তা ছাড়া এককভাবে শক্তি ধরে রাখতে সক্ষম নয়। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তাদের একদিকে শক্তিশালী করেছে, আবার অন্যদিকে দুর্বলও করেছে। অন্যভাবে বললে, এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই পশ্চিম ইউরেশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য তৈরি করে। শুধু বাণিজ্য নয়, জ্বালানি নিরাপত্তার ওপর নির্ভরশীলতাও এই শক্তির ভারসাম্যের অন্যতম প্রধান কারণ। ইউক্রেন যখন রাশিয়ার গ্যাস ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর কাছে সরবরাহ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন এটি রাশিয়ার জন্য একটি বিশাল বাজার হারানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই সিদ্ধান্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি সদস্য দেশের জ্বালানি সরবরাহে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীলতার দুর্বলতাগুলোকে সামনে নিয়ে আসে। ইউক্রেনের এই পদক্ষেপের পর যে দেশগুলো জ্বালানির ঘাটতিতে ভুগছে, তাদের জন্য 'টার্কস্ট্রিম গ্যাস পাইপলাইন' বিকল্প পথ হিসেবে আবির্ভূত হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের এই শক্তির ভারসাম্য ভালোভাবেই বোঝেন। এই অঞ্চলে তুরস্ক শক্তিশালী একটা স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ও ট্রাম্প উভয়েই একসঙ্গে কাজ করার পদ্ধতি জানেন এবং দক্ষতার সঙ্গে তা করতে পারেন। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই, ট্রাম্প সম্প্রতি সিরিয়ার ঘটনাপ্রবাহের জন্য এরদোয়ান ও তুরস্কের প্রশংসা করেছেন।

একটি বিবৃতিতে ট্রাম্প সরাসরি বলেছেন, "এরদোয়ান বুদ্ধিমান এবং সিরিয়ার ঘটনাপ্রবাহে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।' তিনি আরো উল্লেখ করেন, 'সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের নাক গলানো উচিত নয়।' তার মতে, সিরিয়ার জনগণ এবং তাদের প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোকে তাদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়াই।

ট্রাম্প ভালোভাবেই জানেন, ইসরাইল- ফিলিস্তিন সংঘাত সমাধানের জন্য তুরস্ককে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে হবে। এই কারণে তুরস্ক ট্রাম্প প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকবে। তবে এটা স্পষ্ট যে, এবারের ট্রাম্প প্রশাসন তার দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে চীনের ওপর নিবদ্ধ রাখবে। যার ফলে, ট্রাম্প ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যকে তার অগ্রাধিকারের তালিকায় নিচের দিকে রাখবেন। ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্য, যেমন পানামা ও গ্রিনল্যান্ড নিয়ে তার বক্তব্য, এই ধারণারই ইঙ্গিত দেয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, এই পরিবর্তন বিশ্ব জুড়ে সংঘাতের সংখ্যা কমিয়ে আনবে কি না? এর উত্তর শুধু সময়ই দিতে পারবে। তবে, যদি ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ পর্যালোচনা করা হয়, একটি বিষয় নিশ্চিত, চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি নতুন আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যভাবে বললে, বেইজিংকে ট্রাম্পের আরেকটি মেয়াদের মুখোমুখি হতে হবে। ট্রাম্প সম্ভবত তার আগের 'চীনের সঙ্গে আলোচনা' নীতি আবার চালু করবেন। যদি এর সরাসরি ফলাফল না-ও পাওয়া যায়, তবুও এই নীতি বিশ্বকে আশার একটি আলো দেখাতে পারে যে, অন্তত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা হয়তো এড়ানো সম্ভব।

লেখক : 'জনস হপকিন্স স্কুল অব অ্যাডভান্সড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ'-এর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা

ডেইলি সাবাহ থেকে অনুবাদ

'ইউক্রেন যুদ্ধ এক দিনে শেষ' সম্ভব?

ড্যান ডি লুস

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের টিম এখনো যুদ্ধ শেষ করার জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেনি। ইউক্রেনের জন্য তার নির্বাচিত দূত বলেছেন, নতুন প্রশাসনের লক্ষ্য ১০০ দিনের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি অর্জন।

নির্বাচনি প্রচারণায় ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্রুত ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে শপথ নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বা তার আগেই তিনি এটি করবেন।

কিন্তু তিনি হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় এটি স্পষ্ট যে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে না।

রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আক্রমণ শুরু করার প্রায় তিন বছর পরেও, যুদ্ধের কোনো শেষ দেখা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে ভয়াবহ এই যুদ্ধের সামনে এখনো যুদ্ধ চলছে। দীর্ঘ সীমান্তরেখা ধরে সংঘর্ষ চলছে, যেখানে রাশিয়ান বাহিনী ইউক্রেনের পূর্ব দিকে আক্রমণ চালাচ্ছে এবং ইউক্রেনীয় সেনারা রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে ভূখণ্ড ধরে রেখেছে, যেখানে উত্তর কোরিয়ার সৈন্যরা মস্কোর সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের মতে, রাশিয়া বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে, আনুমানিক সাত লক্ষাধিক মানুষ নিহত বা আহত হয়েছে।

ট্রাম্পের নির্বাচনি জয়ের পর, তার দল ইউক্রেনের নেতৃত্বের কাছে কোনো শান্তি প্রস্তাব দেয়নি বলে ইউক্রেন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দুইটি সূত্র এবং একজন প্রাক্তন মার্কিন কূটনীতিক জানিয়েছেন। কিইভ, মস্কো এবং মার-আ-লাগোর মধ্যে কোনো শাটল কূটনীতি হয়নি।

অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল কিথ কেলোগ, ইউক্রেনের জন্য ট্রাম্পের বিশেষ দূত হিসেবে নির্বাচিত, গত মাসে ফক্স নিউজকে বলেছিলেন, 'আসুন ১০০ দিনের লক্ষ্য নির্ধারণ করি এবং পুরো প্রক্রিয়া পেছনে গিয়ে দেখি কীভাবে এটি সমাধান করা যায় যাতে সমাধানটি দৃঢ় এবং স্থায়ী হয় এবং এই যুদ্ধ শেষ হয় যাতে আমরা এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে পারি।'

ফ্লোরিডার রিপাবলিকান সিনেটর মার্কো রুবিও, যিনি ট্রাম্পের সেক্রেটারি অফ স্টেট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, বুধবার তার নিশ্চিতকরণ শুনানিতে বলেছেন যে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি গঠন করা 'খুব কঠিন' হবে। 'এটি সহজ হবে না,' রুবিও বলেছেন। 'এই ধরনের সংঘর্ষ যেগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে, সেগুলি কঠোর কূটনীতি এবং কঠিন পরিশ্রম প্রয়োজন, কিন্তু এটি এমন কিছু যা হওয়া প্রয়োজন।'

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, কেলোগ আশা করছেন সোমবার ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের পরপরই ইউক্রেনে আলোচনার জন্য ভ্রমণ করবেন। কেলোগের ইউক্রেন সফরের পূর্ব পরিকল্পনা ছিল কিন্তু তিনি সফরটি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেন।

যদিও ট্রাম্পের দল বাইডেন হোয়াইট হাউসের সঙ্গে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি মুক্তির চুক্তি সুরক্ষিত করার জন্য কাজ করেছে, কিন্তু ইউক্রেনের ক্ষেত্রে এধরনের কোনো সহযোগিতা হয়নি। ফ্লোরিডার প্রতিনিধি মাইক ওয়াল্টজ, যিনি ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত হয়েছেন, এনবিসি নিউজের আগের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে তিনি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভানের সঙ্গে ইউক্রেন বিষয়ে বেশ কয়েকটি আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাগুলি তথ্য ভাগাভাগির উপর কেন্দ্রীভূত ছিল, কিন্তু যুদ্ধ শেষ করার বা যুদ্ধবিরতি সুরক্ষিত করার কৌশলগুলি এখনো নির্ধারণ করা হয়নি।

ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করার জন্য ট্রাম্প কীভাবে পরিকল্পনা করছেন–সে বিষয়ে কোনো বিস্তারিত তথ্য দেননি, শুধুমাত্র রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগানোর কথা উল্লেখ করেছেন। জেলেনস্কির সরকারের সঙ্গে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের অস্থির সম্পর্ক তার প্রথম অভিশংসন প্রক্রিয়া পরিচালিত করেছিল। তিনি আরো বলেছেন যে যুদ্ধটি প্রধানত ইউরোপীয় সমস্যার। গত ডিসেম্বরে তিনি এনবিসি নিউজের ক্রিস্টেন ওয়েলকারকে বলেছেন, 'রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ আমাদের জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে ইউরোপের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞ এবং পশ্চিমা কূটনীতিকরা সন্দেহ করেন যে পুতিন আলোচনায় ছাড় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবেন, যেখানে তার বাহিনী পূর্ব ইউক্রেনে ধীরে ধীরে কিন্তু অবিচলিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু কেলোগ বলেছেন যে ট্রাম্প ইউক্রেনকে একটি খারাপ চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করবেন না। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, 'মানুষকে এটা বোঝানো উচিত–তিনি পুতিন বা রাশিয়ানদের কিছু দিতে চান না। তিনি প্রকৃতপক্ষে ইউক্রেনকে রক্ষা করতে এবং তাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে চান এবং তিনি এটি নিশ্চিত করবেন যে এটি ন্যায্য এবং সুষ্ঠু।'

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ মঙ্গলবার বলেছেন যে তার দেশ ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার জন্য উন্মুক্ত। লাভরভ আরো বলেছেন যে ন্যাটোর ইউক্রেনকে জোটের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার ইচ্ছা যুদ্ধের কারণ হওয়ার বিষয়ে ট্রাম্পের বক্তব্য প্রশংসার যোগ্য। লাভরভ ট্রাম্পের আসন্ন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ওয়াল্টজেরও প্রশংসা করেছেন, যিনি বলেছেন যে যুদ্ধের সময় ইউক্রেনের হারানো সমস্ত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করা অবাস্তব।

বর্তমানে, ২৫ বছরের কম বয়সি ইউক্রেনীয়দের বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। তবে ওয়াল্টজ সম্প্রতি বলেছেন যে ইউক্রেনকে তার ড্রাফট বয়স কমিয়ে আরো সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে এবং ফ্রন্ট লাইন স্থিতিশীল করতে হবে। ওয়াল্টজ সম্প্রতি এবিসি নিউজকে বলেছেন, 'যখন আমরা মনোবল সমস্যার কথা শুনি, যখন আমরা ফ্রন্ট লাইনে সমস্যার কথা শুনি, দেখুন, যদি ইউক্রেনের জনগণ সারা বিশ্বের কাছে গণতনরে জন্য সর্বোচ্চ দাবি করে থাকে, তবে তাদের নিজেদের জন্যও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করতে হবে।'

[সংক্ষেপিত]

লেখক: ফরেন পলিসির প্রধান জাতীয় নিরাপত্তা সংবাদদাতা

ফরেন পলিসি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

মুর্শিদাবাদ প্রশাসনের উদ্যোগে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

হাসান বসির ● বহরমপুর

আপনজন: জাতীয় ভোটার দিবস ২৫ শে জানুয়ারি ২০২৫। "ভোটের মতো কিছু নাই, ভোট আমি দেব তাই "। এই স্লোগানকে সামনে রেখে শনিবার বহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাব হলে জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপিত হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক শ্রী রাজর্ষী মিত্র , অতিরিক্ত জেলা শাসক জেনারেল শ্রী দিননারায়ন ঘোষ, অতিরিক্ত জেলা শাসক উন্নয়ন শ্রী চিরন্তন প্রামাণিক, অতিরিক্ত জেলা শাসক জেলা পরিষদ সামসুর রহমান, বহরমপুর মহাকুমা শাসক শ্রী শুভংকর রায় সহ একাধিক সরকারি আধিকারিকগন এবং বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা । প্রথমে বহরমপুর প্রশাসনিক ভবন থেকে র‍্যালি বের হয়, পরে এই র‍্যালি রবীন্দ্র সদন হয়ে মোহন মোড় থেকে সরাসরি কালেক্টরেট ক্লাব হলে এসে উপস্থিত হয় ,এরপর কালেক্টরেট ক্লাব হলে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে ২৫ শে জানুয়ারি ভারতের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনকে সামনে রেখে ভারতে প্রতি বছর জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হয় যেটা ভারত সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এর ফলে তরুণ ভোটারদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। সেই উদ্দেশ্যে নিয়েই শনিবার উদযাপিত হল জাতীয় ভোটার দিবস ।যুবকদের উৎসাহিত করতে ও তরুণ তরুণীদের উৎসাহিত করতে প্রতিবছর এই ভোটার দিবস উদযাপিত হয়।

দুয়ারে সরকার শিবির ঘিরে উচ্ছ্বাস গাজোলে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী পছন্দের পরিষেবা দুয়ারে সরকার। আবারো সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার। দুয়ারে সরকার শিবিরকে ঘিরে দুয়ারে প্রশাসন ব্যবস্থা নজরে এল মালদার গাজোলে। গাজোলের দেওতলা এলাকায় দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শন করে দুয়ারে প্রশাসন নিয়ে সাধারণ মানুষের কি কি সমস্যা, অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা শুনলেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া ও জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। সঙ্গে ছিলেন গাজোলের বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস, জেলাপরিষদ সদস্য সাগরিকা সরকার সহ আধিকারিকেরা। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক উদ্যোগে শুক্রবার থেকে সারা রাজ্যের সাথে মালদাতেও শুরু হয়েছে নবম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার শিবির। যা চলবে আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। শুক্রবার নবম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার শিবিরের প্রথম দিনেই গাজোলের দেওতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিবির পরিদর্শনে যান জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার। তারা প্রথমে শিবিরের কাজকর্ম ঘুরে দেখেন। সাধারণ মানুষ ঠিকঠাক পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা সেই ব্যাপারে খোঁজখবর নেন। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা 'ও অভাব-অভিযোগের। কথা শোনেন। এবং শোনার পর দ্রুত সেই সমস্ত সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ দূর করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

সিনিয়র মাদ্রাসায় পিএফের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য

মতিয়ার রহমান ● বুনিয়াদপুর

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাসুরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় পিএফের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, গ্রুপ ডি স্টাফ হবিবর রহমানের অজান্তে পিএফ একাউন্ট থেকে দুই কিস্তিতে অফেরতযোগ্য মোট ৫,৮৮,০০০ টাকা অবৈধভাবে তোলা হয়েছে। আরও অভিযোগ, ওই মাদ্রাসার জীব বিজ্ঞানের শিক্ষক মোঃ আবুল কাশেম মিয়ার পিএফ একাউন্ট থেকে অবৈধভাবে অফেরতযোগ্য ৩,০৩৬২১ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে এবং ওই টাকা মাদ্রাসার পাশের গ্রামের একই নামে নাম আবুল কাশেম মিয়ার একাউন্টে জমা হয়েছে। আবার মাদ্রাসার পি এফ অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ৩,০০,০০০ টাকা সরিয়ে মাদ্রাসার পাশে জোরকড়িয়া গ্রামের ছেলে হান্নান মিয়ার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার একাউন্ট নাম্বার ৫০৭৫১০১১০০০০৩৪৯ নামক একাউন্টে জমা হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। ওই মাদ্রাসার করণিক রাজ্জাক মিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি মোট ২ কিস্তিতে ৪,৪৩,০০০এবং ২,৯৯,৯১৬ টাকা তুলেছেন অথচ ওই পরিমাণ টাকা ওনার পিএফ একাউন্টে জমা হয়নি। জানা গেছে, ওই মাদ্রাসারই শিক্ষক মোঃ মকবুল হোসেন ২০১২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তার অভিযোগ, ১২ বছর কেটে গেলেও তিনি পিএফ অ্যাকাউন্ট থেকে তার নিজের জমানো একটিও টাকা হাতে পাইনি এখনো পর্যন্ত। দুর্নীতির শিকার হওয়া শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মীরা ডি আই সহ অন্যান্য সরকারি দপ্তরে সমস্ত বিষয়টি তথ্য প্রমাণসহ লিখিতভাবে জানিয়েও কোন সুরাহা পাইনি বলে দাবি করেছেন। বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি এবং মাদ্রাসা সুপারিনটেনডেন্ট টাকা আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বরং তারা তাদের আড়াল করা এবং বাঁচানোর চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ এক শ্রেণির শিক্ষকের। যদিও এ প্রসঙ্গে এই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে এই প্রতিবেদক মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, করণিক রাজ্জাক মিয়া তার দায় স্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে একটি রেজ্যুলেশনও লেখা হয়েছে।
ক্ষক মো আব্দুল মোতালেব মিয়া বলেন মাদ্রাসার শিক্ষক এবং শিক্ষক কর্মীদের পিএফ এর টাকা যারা আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আত্মসাৎ করেছেন এবং মিড ডে মিল নিয়ে যারা নয় ছয় করছেন তাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদে জানানো হয়েছে। পর্ষদ এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন বলে তাদেরকে জানিয়েছেন।
অন্যদিকে, মাদ্রাসার মিড ডে মিল নিয়েও ওই মাদ্রাসার শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে ও রয়েছে ভুরি ভুরি অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে, মাদ্রাসায় প্রতিদিন যত ছাত্র উপস্থিত হয় তার দুই গুণ বেশি ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত দেখিয়ে এসএমএস পাঠানো হয় যা ছাত্রছাত্রীদের হাজিরা খাতার সাথে এসএমএসে কোন মিল নেই। এইভাবে ছাত্র বেশি দেখিয়ে সেই টাকা আত্মসাৎ করা হয় বলে বিভিন্ন মহল অভিযোগ করেছে। যদিও এ ব্যাপারে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করেননি বা মতামত জানা যায়নি।

প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে ডাক পেয়ে দিল্লিতে সেরপাই শিল্পী দম্পতি

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ২৬ শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজ সহ কয়েকটি অনুষ্ঠানে দিল্লিতে ডাক পেয়ে ইতিমধ্যেই দিল্লি পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সের পাই শিল্পী দম্পতি বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর গ্রামের ভোলানাথ কর্মকার ও তাঁর স্ত্রী রুমা কর্মকার । প্রাচীন 'সের-পাই' শিল্পের ধারক বাহক এই শিল্পী দম্পতি। একদা চাল,গম,আটা,দুধ সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র মাপার কাজে ব্যবহৃত হয় সের-পাই । ভারত সরকারের বস্ত্রমন্ত্রক দপ্তর থেকে চিঠি দিয়ে সের পাই শিল্পীদের অতিথি হিসেবে ডাকা হয়েছে। শনিবার দুপুরে দিল্লি থেকে ফোনে শিল্পী ভোলানাথ কর্মকার বলেন, সরকারি ভাবে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে ডাক পেয়ে খুবই আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, শিল্পী কার্তিক কর্মকারের হাত ধরে "সের-পাই" শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। ১৯৬৫ সালে কার্তিক কর্মকার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। কার্তিক কর্মকারের ছাত্র তথা জামাই ভোলানাথ কর্মকার এই শিল্পের ধারক বাহক হয়ে উঠে এবং বর্তমানে এই দম্পতিই লুপ্ত প্রায় সের পাই শিল্পকে ধরে রেখেছে। শিল্প বিকাশ এবং শিল্প সত্ত্বার জন্য ২০১৪ সালে ভোলানাথ কর্মকার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। কার্তিক কর্মকারের কন্যা তথা ভোলানাথ কর্মকারের স্ত্রী রুমা কর্মকার ও ২০১৭ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান । ভোলানাথ ও রুমা কর্মকারের তিন মেয়ে - রিয়া,মণীষা ও প্রিয়া তারাও তাদের বাবা মায়ের সঙ্গে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। বহু গ্রামগঞ্জে এখন পর্যন্ত চাল,দুধ,ধান, গম পরিমাপের একক হিসেবে আধ পোয়া,ছটাক,সের পাই,আধ পাই,পোয়া ইত্যাদি নামে চলত রয়েছে। তবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় এসব হারিয়ে যেতে বসেছে বা প্রচলন কমে গেছে।আম কাঠের মধ্যে কাঠামো তৈরি করে তার উপর পিতলের বিভিন্ন ধরনের নকশা তৈরি করে সের পাইয়ের গায়ে সাঁটানো হতো। কালের আবর্তে মাপের পরিমাপ হিসেবে ব্যবহৃত না হলেও অনেকের বাড়িতে সৌন্দর্যায়ন হিসেবে স্থান পাচ্ছে।

দুয়ারে শিবিরে সাড়া দক্ষিণ দিনাজপুর জুড়ে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: গোটা রাজ্যের সাথে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। নবম দফার এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে যথেষ্ট সারা মিলছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে। শনিবার এ বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা। জেলা প্রশাসনিক ভবনের আত্রেয়ী সভাকক্ষে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মন্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ক্যাম্প চলবে। সব মিলিয়ে প্রায় ১৮১৪ টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে।
যার মধ্যে ১১৮৩ টি মূল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। এবং ৬৩১ টি মোবাইল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। 'লক্ষীর ভান্ডার', 'স্বাস্থ্য সাথী' এবং অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা কাউন্টারে লোক পরিষেবা নেওয়া জন্য উপস্থিত হচ্ছেন প্রতিদিন।
এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'সবমিলিয়ে ১০৩ টি জায়গায় ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। যার মধ্যে ৪২৪ টি ক্যাম্প আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা গুলিতে করা হবে। আমরা চেষ্টা করছি এই সমস্ত এলাকাগুলিতে বেশি করে পৌঁছতে।' জেলাশাসক আরো জানান, 'এ বছর আমরা লক্ষ্য করছি গত বছরের মতো সবচেয়ে বেশি লক্ষ্মীর ভান্ডার ক্যাম্পে আবেদনে জমা পরছে। পাশাপাশি বার্ধক্য ভাতা ক্যাম্পেও অনেক লোক আসছেন।'

পুলিশের ট্রেনিং সেন্টার স্থলে বিস্ফোরণে জখম

এহসানুল হক ● বাদুড়িয়া

আপনজন: বাদুড়িয়ার আড়বেলিয়ার একটি পরিত্যাক্ত ভাটা সংলগ্ন মাঠে গতকাল পুলিশের পক্ষ থেকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেই ট্রেনিং অর্থাৎ প্রশিক্ষণ কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো, বন্দুক ফায়ারিং, বোমা নিষ্ক্রিয় সহ একাধিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল জুনিয়র পুলিশ কর্মীদের। পুলিশের ফেলে যাওয়া কাঁদানে গ্যাসের সেল বা বোমা কুড়িয়ে নিয়ে যায় দুই বাচ্চা এমনটাই অভিযোগ এলাকার মানুষের। তারপর সেটি বিস্ফোরণ ঘটে। সেই ঘটনায় দুটি শিশুর আহত হয়। শিশু দুটির নাম সাজিম মন্ডল(১২),সোয়েব গাজী (১৪)।একটি শিশু বর্তমানে কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অন্য আরেকটি শিশু বসিরহাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার পর পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, পুলিশের ট্রেনিং এর শেষে ফেলে থাকা জিনিসপত্র কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পরেই এই ঘটনা ঘটেছে। তারপর যে জায়গায় পুলিশের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই জায়গায় সাত সকালে আসে পুলিশ কর্মীরা। তারা সেই জায়গা থেকে জিনিসপত্র পরিষ্কার করে। ওই জায়গাতে আর কোন বিস্ফোরক কিছু আছে কিনা তা তারা ভালো করে খতিয়ে দেখেন। শতাধিক পুলিশকর্মীরা এদিন ওই জায়গায় এসে ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। তবে কি কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে পুলিশের ফেলে যাওয়া সেল থেকে বিস্ফোরণ না অন্য কিছু ঘটনা রয়েছে এর ভিতরে সম্পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফারাক্কায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার দুই। শনিবার দুপুরে ৪ টি সেভেন এমএম পিস্তল এবং আটটি ম্যাগাজিন বাজেয়াপ্ত করলো এসটিএফ এবং ফারাক্কা থানার পুলিশ। নিউ ফারাক্কা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম ইজাউর হক এবং মোস্তফা শেখ। উভয়ের বাড়ি মুর্শিদাবাদের ডোমকল। পুলিশ ও এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগ্নেয়াস্ত্র গুলো নিয়ে উত্তরবঙ্গের দিক থেকে নিউ ফারাক্কা স্টেশনে এসেছিল ওই দুই ব্যক্তি।
কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিউ ফারাক্কা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি শুরু করে পুলিশ ও এসটিএফ তল্লাশিতেই বেরিয়ে আসে আগ্নেয়াস্ত্র। গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। কি উদ্দেশ্যে এবং কাকে দেওয়ার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র গুলো নিয়ে এসেছিল ধৃতরা তা তদন্ত করে দেখছে ফারাক্কা থানার পুলিশ এবং এসটিএফ।

মেমারির কলেজে মহিলা সুরক্ষা সেমিনার

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: কলকাতা প্রচেষ্টা ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আই কিউ এ সি মেমারি কলেজের ব্যবস্থাপনায় উইমেন প্রোটেকশন (নারী সুরক্ষা) বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজিত হয়। এই প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর ছিলেন সাংবাদিক সেখ সামসুদ্দিন। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন মেমারি কলেজের পরিচালন সভাপতি তথা বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, মেমারি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী, আই কিউ এ সি দায়িত্ব প্রাপ্ত অধ্যাপক অনুপম গড়াই, প্রধান অতিথি কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী মাসুদ করিম সহ প্রচেষ্টা ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দ, কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ননটিচিং স্টাফ সহ ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। কলেজের সঙ্গীত বিভাগের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের উদ্বোধনী সঙ্গীত ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সেমিনারের সূচনা হয়। প্রশ্নোত্তরে সেমিনারটি মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। সেমিনারে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, মহিলাদের দ্বারা মহিলা নির্যাতিত ইত্যাদি ছাত্রীদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণে সেমিনারটি অন্য মাত্রা পায়।

রৌশনারা স্মৃতি সম্মাননায় সংবর্ধিত মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্র পুর ২ নং ব্লকের হরিশ্চন্দ্র পুরের রাঙ্গাইপুর এম সি ও মিশন তাদের নিজস্ব মাঠে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশিষ্টজনদের সংবর্ধনা প্রদান করে। সংবর্ধনা দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতরের মাননীয় মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য দৌলতপুর উচ্চ বিদ্যালয়-এর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শিস মোহাম্মদ, সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সাহিত্যিক ও নাট্যকার এম ওয়াহেদুর রহমান ও সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষক আমিরুল ইসলামকে রৌশনারা ' স্মৃতি সম্মাননায় সংবর্ধিত করা হয়। এম সি ও মিশনের কর্ণধার অ্যাডভোকেট ফিরোজ আলাম বলেন, আমি এলাকার আপামর জনসাধারণের সহযোগিতায় মিশন টি ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেছি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রিজওয়ান নাজিস বলেন, শিক্ষার সাথে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করে থাকি।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত গ্রাম্য পুলিশ

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: কর্তব্যরত অবস্থায় পথ দুর্ঘটনায় পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য নবগ্রামে। চোখের সামনে সহকর্মীদের মৃত্যু মানতে পারতেছে না সঙ্গে থাকা অন্যান্য সহকর্মীরা। দীর্ঘদিন থেকেও ট্রাফিক লাইটিং ও আইল্যান্ডের দাবি উঠলেও নীরব প্রশাসন থেকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।
শনিবার সকালে মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের পলসন্ডা মোড়ে ১২ নং জাতীয় সড়কে কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ হারালেন এক পুলিশকর্মী। নিহত পুলিশকর্মীর নাম অভিজিৎ ঘোষ। তাঁর বাড়ি নবগ্রামের নারায়নপুর গ্রামে। অভিজিৎ বাবু নবগ্রাম থানায় ভিলেজ পুলিশ পদে নিযুক্ত ছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ডিউটি করার সময় একটি বেপরোয়া লরি দ্রুত গতিতে এসে অভিজিৎ বাবুকে চাপা দিয়ে চলে যায়। সঙ্গে থাকা অন্য দুই সহকর্মী কোনরকমে প্রাণী বাঁচেন । ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা ও ডিউটি থাকা অন্যান্য পুলিশেরা দ্রুত ঘাতক লরি সহ চালককে

ক্লাসরুম থেকে এক শিক্ষকের মৃতদেহ উদ্ধার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● নরেন্দ্রপুর

আপনজন: ক্লাসরুম থেকে এক শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। বারুইপুর পুলিশ জেলার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার গ্রিন পার্কে এই ঘটনা ঘটেছে শনিবার। রোজ যে ক্লাস রুমে তিনি পড়ুয়াদের পড়াতেন, শনিবার সেই ক্লাস থেকেই উদ্ধার হয় রাজেশ রজক (২৮) নামে ওই শিক্ষকের দেহ।তাঁর বাড়ি নরেন্দ্রপুর থানার রামচন্দ্রপুরে।এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।গ্রিন পার্ক এলাকার বেসরকারি ওই স্কুলটিতে বাংলা, ইংরাজি ও হিন্দি, তিন মাধ্যমেই পঠনপাঠন হয়। রাজেশ ওই স্কুলে হিন্দির শিক্ষক ছিলেন।স্কুল থেকে তাঁর বাড়ি একেবারে কাছে।জানা যায়,শুক্রবার রাত থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।পরিবারের লোকজন খোঁজাখুজি করতে থাকেন। জানা যায়, স্কুলেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পাঁচলা আজীম মোয়াজ্জম হাই স্কুলে হস্ত শিল্প মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া পাঁচলা আজীম মোয়াজ্জম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের নিজ হাতে তৈরি হস্ত শিল্প নিয়ে এক অভিনব শিল্প মেলা অনুষ্ঠিত হল।এই মেলার উদ্বোধন করেন জেলা। পরিষদ সদস্য শেখ আলাকাস মুরশেদ বাবু।উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ গোলাম মোর্ত্তজা ও স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।
এদিন এই মেলা উদ্বোধন করে আলাকাস মুরশেদ বলেন, আমরা অত্যন্ত উৎফুল্লিত আমাদের সাধারণ বাড়ির ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়াসের জন্য ধন্যবাদ জানাই । ছাত্র ছাত্রীদের সৃষ্টিশীল এমন কর্মের দেখে আমি অভিভূত। আগামীদিনে আরো বড় আকারে কি ভাবে করা যায় তার জন্য সমস্ত সহযোগিতা করব। বিদ্যালয়ের সহ প্রধান শিক্ষক ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশিষ্ট লেখক এস এম শামসুদ্দিন, বলেন ছাত্র ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে এমন প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ও সৃষ্টিশীল কর্ম দেখে আমরা অভিভূত। আমাদের বিদ্যালয়ের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে সেটা অভাবনীয়। আমরা আগামী সোমবার খাদ্য মেলা করব।ছাত্র ছাত্রীদের নিজ হাতে তৈরি খাদ্য নিয়ে আসবে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই ছাত্র ছাত্রী ।
পরিচালন সমিতির সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ গোলাম মোর্ত্তজা বলেন, ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শিল্প ও খাদ্য মেলা নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখা আমি অভিভূত। তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এস এম শামসুদ্দিন, রমেন চন্দ্র পাত্র, তন্দ্রা ব্যাগ, ইন্দ্রানীর ম্যাডাম ও শিক্ষক অমিত চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ জানান।

পানিখালিতে স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: সুন্দরবনের বাসন্তীর ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিখালী সুন্দরবন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শনিবার অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির। উল্লেখ্য গত ২০ জানুয়ারি নানাপ্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এই উৎসবের শুভ সূচনা হয়েছিল। ২৬ জানুয়ারি উপলক্ষে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শীতকালীন বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।র ক্তদান উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মেহেরুন্নেসা মোল্লা, শিক্ষারত্ন শিক্ষক মোফাক্কার হোসেন মল্লিক, পানিখালী জামে মসজিদের ইমাম নুর ইসলাম গাজী সাহেব, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আব্দুল মাজেদ মোল্লা, চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যানস ক্লাবের সভাপতি সাবির হোসেন সেখ, বিশিষ্ট সমাজসেবী রইচ আলী মোল্লা, দেবাশীষ বৈরাগী, নাসির উদ্দিন খান, বুরহান উদ্দিন সরদার সহ বিশিষ্টরা। এদিন রক্তদান করেন ২৩০ জন।

পালপাড়ার স্কুলে দুয়ারে শিবির

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: শনিবার চন্ডীতলা ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত নবাবপুর অঞ্চল গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচালনায় পালপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে মহিলাদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ক্যাম্প শুরু হয় শেষ হয় সন্ধ্যায়।
দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে লক্ষীর ভান্ডার এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তা কেন্দ্রে সরকারি আধিকারিকদের স্বতঃস্ফুর ভাবে কাজ করতে দেখা যায়। উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মলয় খাঁ মহাশয় কর্মদক্ষ সেখ মোশারফ হোসেন ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সদস্যবৃন্দ। নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিনা সাঁতরা উপপ্রধান জাহাঙ্গীর মল্লিক জানালেন নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য সদস্যা ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীদের সাধারণ মানুষদের সহায়তা করতে আগ্রহ ছিল প্রবল।

ঢোলার মাদ্রাসা ছাত্রদের শিক্ষা মূলক ভ্রমণ

সাবির আহমেদ ● ঢোলা

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত রামচন্দ্রনগর মাদ্রাসা খাদেমুল ইসলাম এর ছাত্রদের নিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ২৫শে জানুয়ারি এক শিক্ষা মূলক ভ্রমণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এবছর ভ্রমণের শিক্ষা মূলক জায়গা হিসেবে কলকাতার সাইন্স সিটিকে বেছে নেওয়া হয়। এমন শিক্ষা মূলক ভ্রমণের আয়োজনে কচিকাঁচা ছাত্রদের মন খুশিতে মাতোয়ারা। সমগ্র ভ্রমণের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মাদ্রাসার সম্পাদক মাওলানা জামির হোসেন ,শিক্ষক মোজাহিদ বৈদ্য ও অন্যান্য শিক্ষকমন্ডলী।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: নারী, নজরুল ও সমকাল
- নিবন্ধ: মেঘনাদবধ কাব্য ও শ্রেণিকক্ষে মধুসূদনের মেঘমুক্তি
- অণুগল্প: প্রতিবিম্ব
- ছোট গল্প: ডাকিনি শ্মশান
- ছড়া-ছড়ি: আমরা ভাঙিনি

নারী, নজরুল ও সমকাল

ড. শেখ কামাল উদ্দীন।

সাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ এলেই আমাদের প্রিয়া, প্রেয়সী, প্রেমিকার কথা মনে হয়। অবশ্য মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। যুগে যুগে কবিদের কলমে নারীদের সেইভাবেই বেশীরভাগ সময় উপস্থাপন করা হয়েছে। এমনকি নারীর যৌবনের সঙ্গে নদীর জোয়ারের কথাও উঠেছে। নারীদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে বাছা বাছা উপমা প্রয়োগ করতেও কবিরা পিছপা হননি। লিখেছেন

সাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ এলেই আমাদের প্রিয়া, প্রেয়সী, প্রেমিকার কথা মনে হয়। অবশ্য মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। যুগে যুগে কবিদের কলমে নারীদের সেইভাবেই বেশীরভাগ সময় উপস্থাপন করা হয়েছে। এমনকি নারীর যৌবনের সঙ্গে নদীর জোয়ারের কথাও উঠেছে। নারীদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে বাছা বাছা উপমা প্রয়োগ করতেও কবিরা পিছপা হননি।
নজরুল পূর্ববর্তী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "চিত্রা" কাব্যগ্রন্থের 'বিজয়িনী' কবিতায় লিখেছেন–
'লুটায় মেখলাখানি ত্যাজি কটিদেশ
মৌন অপমানে; নূপুর রয়েছে পড়ি;
বৃক্ষের নইচওলবআস যায়
গড়াগড়ি'।
"কড়ি ও কোমল" কাব্যগ্রন্থের 'চুম্বন' কবিতা শেষ করেছেন এইভাবে–
'দুখানি অধর হতে কুসুমচয়ন–
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে!
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন'।
জীবনানন্দ দাশ তাঁর "বনলতা সেন" কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা 'বনলতা সেন'-এ নারীর চুল, মুখকে দেখলেন এইভাবে–
'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;'
তারপর চোখের উপমা দিতে গিয়ে লিখলেন–
'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।'
ঠিক এই সময় কাজী নজরুল ইসলাম নারীকে দেখেছেন অন্যভাবে, অন্য রূপে।
"সাম্যবাদী" কাব্যগ্রন্থের 'বারাঙ্গনা' কবিতায় বারবণিতাকে 'মা' বলে সম্বোধন করে লিখেছেন–
"কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে? / হয় ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে!"
নারীকে, সেই নারী আবার বারাঙ্গনা, তাকে মা বলে সম্বোধন করা নজরুলের সমকালে সহজ নয় কিন্তু তিনি তা করে দেখিয়েছেলন।
নারী পুরুষে নজরুল কোন ভেদ দেখেন নি। ভালো কাজ করলে তাতে যেমন আছে পুরুষের অধিকার তেমনি নারীরও আছে সমানাধিকার। কোন খারাপ কাজ করলে, অন্যায় করলে তাতে শুধু নারীরই দোষ তিনি দেখেননি, সেখানে পুরুষকেও তিনি সমানভাবে দায়ী করেছেন এবং সঠিকভাবেই করেছেন। তাই 'নারী' কবিতায় তিনি লিখেছেন–

'সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।'

শুধু তাই নয়, পাপ ও মন্দ কাজে যখন অন্যরা শুধুই নারীকে দায়ী করেন তখন কবি মনে করেন সেই কাজের জন্য নারীর পাশাপাশি পুরুষও সমানভাবে দায়ী। তাই তিনি লেখেন–

'বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ
বেদনা অশ্রুবারি অর্ধেক তারা আনিয়েছে নর, অর্ধেক তার নারী।'
নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই পৃথিবী সুন্দর হয়–
'নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা,
সুধায় ক্ষুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে।' কিন্তু সেই নারীদের তো আমরা সমানাধিকারের চোখে দেখিনা বরং প্রাপ্য সম্মানটুকুও দিই না এবং পারলে অপমানে অপমানে অপদস্ত করি। তাই তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন–
'জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে।'
শুধু সৃষ্টিতে নয়, স্রষ্টা ব্যক্তিগত জীবনেও বারবার নারীকে দেখেছেন মা হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে মাত্র ন'বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা গেলে মা জাহেদা খাতুন দ্বিতীয় বিয়ে করলে কাজী নজরুল ইসলাম হয়তো তা মেনে নিতে পারেননি! তাই পরবর্তীকালে যখনই তিনি মাতৃসমা নারীদের সংস্পর্শে এসেছেন তখনই তাঁদের মধ্যে মাকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। যাঁদের মধ্যে তিনি এই মাতৃত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাঁর শাশুড়ি গিরিবালা দেবী, বিরজাসুন্দরী দেবী, মিসেস এম. রহমান প্রমুখ। বিভিন্ন সময় এই নারীদের নিয়ে কবি শুধু কবিতাই লিখেছিলেন তাই নয়, কাব্য গ্রন্থও উৎসর্গ করেছিলেন। যেমন তিনি তাঁর "বিষের বাঁশি" কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন মিসেস এম. রহমানকে। উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন– 'বাংলার অগ্নিনাগিনী মেয়ে মুসলিম মহিলা-কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে'। হুগলি জেলে আমরণ অনশন রত নজরুল বিরজাসুন্দরী দেবীর কথাতেই অনশন ভঙ্গ করেন। নজরুল তাঁর 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থটি এই মহীয়সী নারীকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন –

'সর্বহারা কন্যা মোর! সর্বহারা মাতা!
শূন্য নাহি রবে কভু মাতা ও বিধাতা।
হারা-বুকে আজ তবে ফিরিয়াছে যারা –
হয়ত তাদেরি স্মৃতি এই 'সর্বহারা'।

ব্যক্তিগত জীবনে অন্তত তিনজন বিদূষী নারীর সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। একজন ফজিলাতুন্নেসা, যিনি আই.এ ও বি.এ উভয় পরীক্ষাতেই ডিস্টিংশন এবং অঙ্ক নিয়ে এম.এ-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, যাঁকে তিনি 'সঞ্চিতা' উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। অন্য দু'জনের একজন অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের রূপবতী কন্যা উমা মৈত্র, অন্যজন বনগাঁপাড়ার সুকণ্ঠের অধিকারিনী প্রতিভা সোম, পরবর্তীকালে যিনি প্রতিভা বসু নামে পরিচিত হন, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বিবাহ সূত্রে। একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে প্রথমে আসেন নার্গিস খানম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আর একজন অবশ্যই তাঁর স্ত্রী প্রমীলা সেনগুপ্ত। তাঁদের প্রীতিপূর্ণ দাম্পত্যের ছবি আমাদের মনে করিয়ে দেয় তাঁদের মধ্যে কি নিবিড়, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, যেখানে একজন কোমরের নিম্নাঙ্গ থেকে অসাড় নারী তাঁর মুক-বধির পতিকে খাইয়ে দিচ্ছেন। অসুস্থ নজরুল শেষ বয়সে অস্থির ছিলেন, এক জায়গায় বসে থাকলেও কাগজপত্র ছিঁড়তেন, তিনিই প্রমীলার হাতে শান্ত, স্থির হয়ে বসে খাবার খাচ্ছেন। এমন চিত্র কিভাবে পাওয়া যায় যদি না অসুস্থ অবস্থাতেও নারীর প্রতি কবির শ্রদ্ধা না থাকতো! প্রসঙ্গত উমা কাজীর কথাও বলতে হবে।

শুধু তো নজরুলের সময়েই নয়, তাঁর পূর্ববর্তী সময়েও নারীর প্রতি যে অন্যায়, অবিচার বিশেষ করে পণপ্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদির মাধ্যমে নারীকে অসম্মানিত হতে হয়েছিল এবং স্বাধীন ভারতবর্ষে, একবিংশ শতকে এই উন্নত প্রযুক্তির যুগের ভারতবর্ষেও বা শুধু ভারতবর্ষ কেন সারা পৃথিবীতেই নারীর প্রতি যে অবিচার, এমনকি কোমলমতী ছাত্রীরা তাদের শিক্ষকদের লালসার হাত থেকে রক্ষা পায় না তখন কাজী নজরুল ইসলামের নারীর প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের কবির প্রতিই শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। আজকের ভারতবর্ষে এখনো নারীর সুরক্ষায় গার্হস্থ হিংসার বিরুদ্ধে আইন, বধূ নির্যাতনের আইন আনতে হয় তখন কোনো আইন নয়, শুধুমাত্র নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে নিদর্শন রেখেছিলেন তা একালেও স্মরণযোগ্য।
একালে, যখন চন্দ্রযান-৩ চাঁদে যাচ্ছে তখনও দিনে-রাতে নারীর সম্মান ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। দেশে -বিদেশে সর্বত্র। মণিপুরের নারীদের উপর অত্যাচারে সারা দেশ শিউরে ওঠে। এমনকি খবর পাওয়া যাচ্ছে বিদেশের পার্লামেন্টেও এমন ঘটনা ঘটছে। অথচ কাজী নজরুল ইসলামের মতো করে আজকে যদি নারীকে সম্মান জানাতে পারতাম তাহলে নারীকে এই অপমান থেকে হয়তো রক্ষা করা যেত। আর তা যদি পারি তা'হলেই কবির প্রতি তাঁর প্রয়াণ দিবসে যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।

মেঘনাদবধ কাব্য ও শ্রেণিকক্ষে মধুসূদনের মেঘমুক্তি

পাভেল আখতার

যে কোনও সৃজনশীল কর্মের সার্থকতা কোথায় নিহিত? সাহিত্য-সঙ্গীত-অঙ্কন কিংবা চলচ্চিত্র---সৃষ্টিপ্রবাহের বহুবিধ ধারা কোন খাতে বইলে তা অর্থপূর্ণ ও নান্দনিক হতে পারে? যা মানুষকে আন্দোলিত, রোমাঞ্চিত ও ভাবিত করে তোলে সেই সৃষ্টিই নান্দনিক, অর্থপূর্ণ ও সার্থক। কবি-সাহিত্যিক বা শিল্পী তাদের সৃষ্টিকর্মকে একান্ত গোপনীয়তায় মুড়ে রাখেন না, বরং তাকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন, মৃত্যুর পর প্রকাশিত হলেও সৃষ্টির নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন থাকেই মানুষের সানন্দ-সমাদর প্রত্যাশা! অতএব, যিনি তাঁর মেধা ও প্রতিভার আলোয় একান্ত আত্মগত অনুভূতি ও ভাবনা বিচ্ছুরিত করছেন, তা মানুষের মনে প্রভূত আনন্দ দেয় ও হৃদয়ে আলোড়ন তোলে, যখন তার সাথে মানুষ নিবিড় একাত্মতা অনুভব করে। ''আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে''--ভারতচন্দ্র লিখিত অমর এই পংক্তিটি সারল্য বিবেচনায় গম্ভীর গবেষকের চিত্তকে হয়তো তৃপ্ত করবে না, কিন্তু আপামর মানুষের চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে এর শাশ্বত মানবিক আবেদনে। এখানেই সার্থক স্রষ্টার সৃষ্টিসাধনা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪--১৮৭৩) 'রামায়ণ' নামক প্রাচীন মহাকাব্যটির প্রতিষ্ঠিত পাঠগ্রাহ্যতার বিপরীতে পতিতপাবন রামচন্দ্র এবং রাবণ ও মেঘনাদ বা ইন্দ্রজিত-কে চিত্রিত করলেন, যা ঐতিহ্যবাদী সমালোচকের চোখে 'আপন মনের মাধুরী মেশানো' হিসেবে হয়তো প্রতিভাত হতে পারে ; তবুও 'মেঘনাদবধ কাব্য' এত বিপুলভাবে সমাদৃত হ'ল কেন? তবে কি প্রতিষ্ঠিত সর্বজনগ্রাহ্যতাকে অতিক্রম করে মাটির পৃথিবী অন্য কিছুর প্রত্যাশায় আদতেই প্রতীক্ষিত ছিল, যা গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোয় একজন কবিই দেখতে পান?
নান্দনিক সৃষ্টিকর্ম, তা সাহিত্য-সঙ্গীত-চলচ্চিত্র যা-ই হোক, মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে না পারলে নিরর্থক তার সৃজন-প্রয়াস; তা হয়তো বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলের উচ্চমার্গে অবস্থিত মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কৃপাধন্য হতে পারে, কিন্তু জননন্দিত না-হওয়ায় সেইসব সৃষ্টিসম্ভার মহাকালের নির্মম হস্তে একদিন যে মহাশূন্যে বিলীন হতে বাধ্য একথার মধ্যে একবিন্দুও ভুল নেই!
নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হয় ডিরোজিও-কে। তাঁর সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার সময় দুটি বিষয় মনে রাখা উচিত। তিনি কোন সামাজিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কি কি করেছিলেন এবং তাঁর ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের বয়স কেমন ছিল। যে তুমুল রক্ষণশীল পরিবেশে সমূহ কর্মকাণ্ড তিনি সম্পাদন করেছিলেন তা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে ভীষণ রকম বৈপ্লবিক ও আধুনিক। এবং, বয়সজনিত আবেগের আতিশয্যে যদি 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর কিছু কাজ 'আপত্তিকর' মনে হয়, তার আগে ভেবে দেখতে হবে, তাদের দিকে

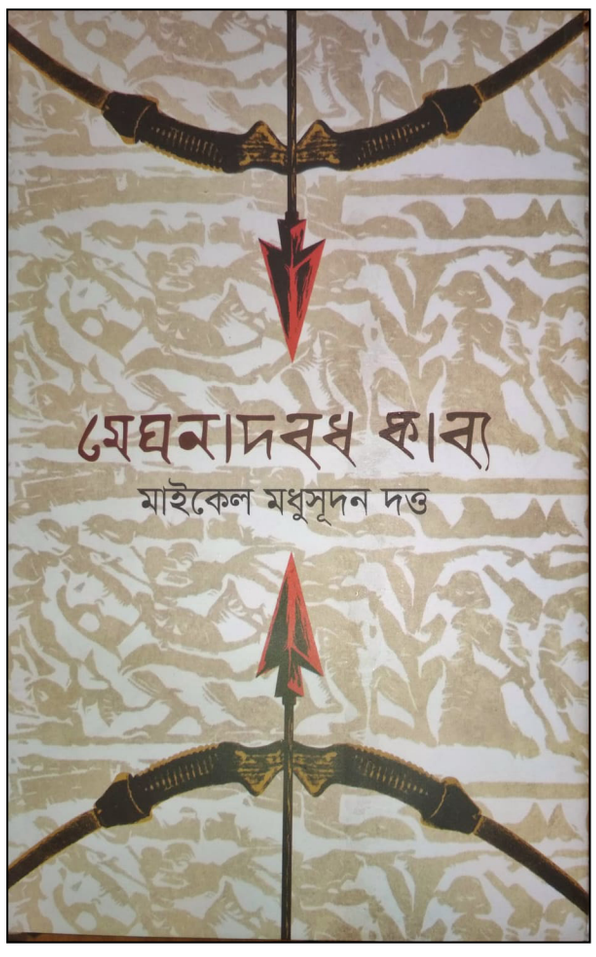

যে বিপুল, তীক্ষ্ণ বাণগুলি নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, সেগুলি তারই ফলশ্রুতি কি না। মধুসূদন-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সুরাসক্তি সত্ত্বেও তাঁকে কিন্তু 'আধুনিক কবি'র আসন দিতে স্বভাবতই হৃদয়-কার্পণ্য করা যায়নি। অথচ, তিনিই আঙ্গিকের দিক থেকে পয়ারের কাব্যিক রক্ষণশীলতা ভেঙে যেমন হাজির করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের আধুনিকতা, তেমনই ভাবের দিক থেকে মিথকে আশ্রয় করেই মিথ ভাঙার নতুন ঐতিহ্য; যা হয়তো রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত অনুপ্রাণিত করল 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এর মতো নবতর মহাভারতীয় কাব্যনাট্যরস সৃষ্টিতে! প্রশংসনীয় হোক, অথবা নিন্দনীয়, সে প্রসঙ্গে না-গিয়ে, অন্তত এটা স্বীকার করতেই হয় যে, 'খ্যাতি' প্রাপ্তির বাসনা মানুষের সহজাত। মধুসুদন কোনও 'অতিমানব' ছিলেন না, অতএব সেই বাসনা, তীব্রভাবেই, তাঁর মধ্যেও ছিল, যা

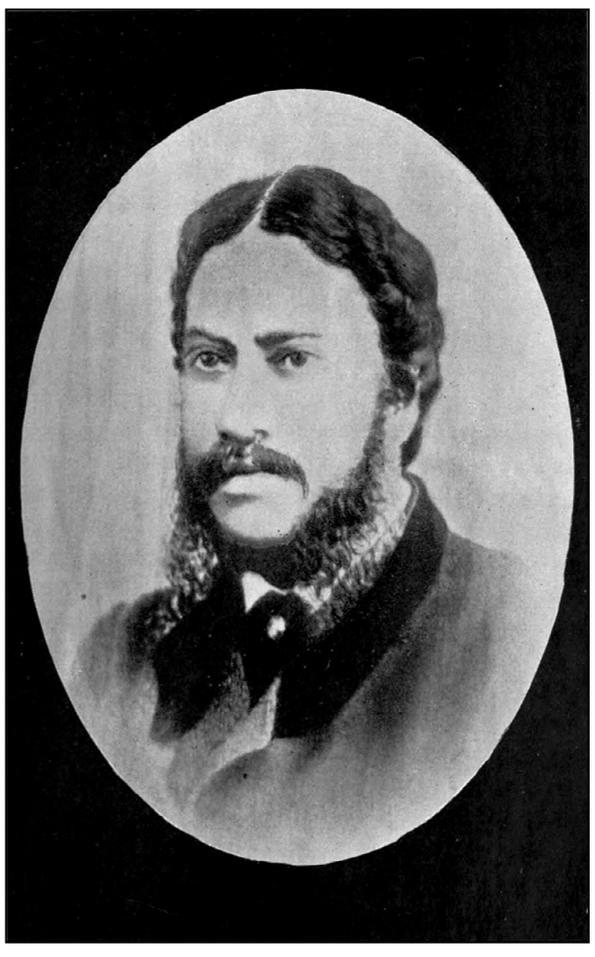

শেষপর্যন্ত তাঁকে নিয়ে গিয়ে ফেলে প্রবাসে। কিন্তু, তাঁর সংবেদনশীল মনটা হারিয়ে যায়নি। কিংবা, শিকড়ের প্রতি গভীর টান। 'শিকড়' বলতে তো শুধু জন্মভূমি নয়, অতি-অবশ্যই নিজের 'মাতৃভাষা'-কেও বোঝায়। প্রবাসে এসব তাঁর সংবেদনশীল সত্তাকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। 'দূর' থেকে তিনি যেন সত্যিকারের 'নিকট'-কে অনুভব করতে পারলেন। তিনি ফিরে এলেন। তারপর যা হ'ল সেটা 'ইতিহাস'। তাঁর প্রতিভার বিশালত্ব অথবা বিশেষত্ব নিয়ে অনেক কথা বলা যায়, বলা হয়েছেও বিস্তর । সেসব কথা থাক। আজ এই ধ্বস্ত সময়ে শুধু এটুকুই বলার যে, বাঙালি কি তাঁর মাধ্যমে আজ আরেকবার 'আত্ম-অন্বেষণ'-এ ব্রতী হবে? এই জরুরি কাজটির জন্য তিনি ছাড়া আদর্শ উদাহরণ কি বাঙালির কাছে আর আছে?
মধুসূদন 'শিকড়ের কাছে' ফিরে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু মনে রাখা ভাল যে, তিনি মাতৃভাষার প্রতি কখনও বিতৃষ্ণা বা বিরাগ পোষণ করেননি। তিনি শুধু চেয়েছিলেন, ইংরেজিতে কবিতা লিখে বিখ্যাত হতে। ফলে, বাঙালিকে শিকড়-সন্ধানী হতে বলে মধুসূদনের প্রসঙ্গ টানার সময় ওই সূক্ষ্ম প্রভেদটাও মাথায় রাখা প্রয়োজন। স্মরণীয় যে, শিকড়ের কাছে তাঁর প্রত্যাবর্তন আরোপিত ছিল না, ছিল স্বেচ্ছাকৃত।
একটি কথা মনে রাখা উচিত। ব্যক্তিগত জীবনচর্যার সঙ্গে প্রতিভাকে মিলিয়ে দেখা অর্থহীন। মধুসূদন 'তরলসুধা' পান করতেন। সেজন্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্য' একটুও গরিমা হারায় না। যদি এমন গোঁড়ামি দিয়ে তাঁকে মূল্যায়ন করা হয় তাহলে গালিবকে এক লহমায় নস্যাৎ করে দিতে হয়, যা সম্ভব নয়!
মাত্র ঊনপঞ্চাশ বছরের আয়ুষ্কালে মধুসূদন বাংলা কবিতায় ও নাট্য-সাহিত্যে বিষয় ও আঙ্গিক দুই থেকেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং বলতে গেলে 'নব নব সমীরণ' প্রবাহিত করেছেন! ব্রজাঙ্গনা থেকে বীরাঙ্গনা, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী থেকে একেই কি বলে সভ্যতা কিংবা বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। কিন্তু, সব ছাপিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান-- মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)। লক্ষণীয়, এই মহাকাব্যটি ঊনিশ শতক পর্যন্ত বাংলা কবিতার প্রথাগত ভাবাদর্শের বিরুদ্ধ স্রোত হিসেবে একটি অনুপম সৃষ্টি হলেও মধুসূদন কাব্য-অলঙ্কার প্রয়োগের চেনা ছকটিকে কিন্তু অস্বীকার করেননি। বরং কথায় কথায় একেবারে অলঙ্কারের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর অসামান্য প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সেটাই হয়েছে রসসৃষ্টির মুখ্য বাহন।
কিন্তু, মুশকিল হয় তখন, যখন ইস্কুল স্তরের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের সামনে এই কাব্যের টুকরো টুকরো অংশ পড়াতে হয়। মূলত রাবণ ও ইন্দ্রজিত-এর কণ্ঠে রাম ও লক্ষণ সম্পর্কে যেসব কথা সালঙ্কারে উচ্চারিত হয়েছে তা তাদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকে! রাম ও লক্ষণ পিতাপুত্রের মুখনিঃসৃত ধিক্কারে, নিন্দায়, তাচ্ছিল্যে, অবজ্ঞায় যেভাবে চিত্রিত হয়েছেন তা এইরূপ : ভীরু, কাপুরুষ, পামর, তুচ্ছ নর, কপট, দেশ (স্বর্ণলঙ্কা) আক্রমণকারী ইত্যাদি। রাবণ ও ইন্দ্রজিতের মতো চিত্রাঙ্গদা ও ইন্দ্রজিৎ-পত্নী প্রমীলাও প্রখর বচনের শর-নিক্ষেপে অবলীলায় স্বামীদের অনুসরণ করেছেন। এমনকি রাবণসহ স্বীয় বংশকে পরিত্যাগকারী বিভীষণও ইন্দ্রজিতের চরম ধিক্কার থেকে মুক্ত হননি ।
কিন্তু, 'মেঘ' কেটে যায় তখন, যখন তাদের বোঝানো হয় দুনিয়ার তাবৎ শ্রেষ্ঠ প্রতিভাগুলির মূলস্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার সাহস দেখানোর সমান্তরালে মধুসূদনের কবি-প্রতিভার মৌলিকতা, এই মহাকাব্যের নেপথ্যে মূলত অনুরণিত গভীর স্বদেশপ্রেমের অন্ত:সলিলা সুর এবং আধুনিক কবিতার একটি অন্যতম চরিত্র-লক্ষণ হিসেবে দেবতার দৈব মহিমা নয় বরং 'দেবতার মানবায়ন' রচনার সৃজন-ঐতিহ্যটি! ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মধুসূদন দত্ত। দুশো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁর মতো বিরাট ও রাজসিক সাহিত্য-প্রতিভা বঙ্গদেশ আর দেখতে পায়নি!

তন্ময় সিংহ

আবাহনে অসূয়া হলেও নতুন আশা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঘিরে

আমেরিকার নির্বাচনে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার বিজয়ী হলেন, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে নিহত ও আহত মানুষদের আর্তনাদ আরো ভয়ংকর রূপ নেয় কারণ সকলেরই মনে হয়েছিল যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ট্রাম্প হয়তো আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি কে আরো বেশি করে বিশ্বে শাসন কায়েমের লক্ষ্যে এই রণাঙ্গন গুলিতে সহায়তা বাড়িয়ে দেবে। তারপর দুইমাসের এই নির্বাচন পরবর্তী মধ্যকালীন সময়ে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং রণাঙ্গন গুলিতে আপাত স্থিতিশীলতা মানুষের মনে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণার উদ্রেক ঘটিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথের পূর্ববর্তী ভাবনা তাকে নতুন চোখে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে।

আমেরিকার নির্বাচনে ট্রাম্পের একক সাফল্যের পর বিশ্বজুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইউরোপের সংস্থা "ঈসিএফআর" এর সার্ভে অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের আসার পরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এই আশাবাদ বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে দেখা গেছে। ভারত ,চীন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদি আরব,রাশিয়ার মতো দেশের মানুষেরা ট্রাম্পকে স্বাগত জানিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া, ইংল্যান্ডের মানুষ যেখানে ট্রাম্প ফিরে আসা হতাশ হয়েছেন, সেখানে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনের মানুষ ট্রাম্পের মাধ্যমেই শান্তি দেখছেন। ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ইউক্রেনে শান্তি এনে দেবো নির্বাচন চলাকালীন ট্রাম্পের দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি , শপথ নেওয়ার আগেই যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাতে সাময়িক শান্তি এনে দেওয়ার মতো সাফল্য লাভ করে কিনা তার দিকে তাকিয়ে বিশ্ব। যদিও এই যুদ্ধের জন্য বিশ্বের মানুষ রাশিয়া ও ইউক্রেন কে সমান দায়ী করেছে ওই সার্ভেতে। এখন দেখার সবার স্বার্থ রক্ষা করে কিভাবে ট্রাম্প রক্ষা করেন তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ইউক্রেন কে নিয়ে।

৪৭ তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার আগেই, আমেরিকার মধ্যস্থতায় প্যালেস্টাইন ও ইজরায়েলের সাময়িক যুদ্ধ বিরতি নতুন বিদেশ নীতির ইঙ্গিত দেয়। পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন নির্বাচনে পরাজয়ের পরও প্রতিরক্ষা খাতে ঢালাও সাহায্য করে চলেছিলেন আমেরিকার সহযোদ্ধা হিসেবে রাশিয়ার সাথে লড়াই করা ইউক্রেন ও ইজরাইল কে। কিন্তু শপথ গ্রহণের ঠিক ৪৮ ঘন্টা আগে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে মানুষের প্রাণের উচ্ছ্বাস এবং নতুন করে ফিরে আসার জন্য প্যালেস্টাইন জুড়ে মানুষের আনন্দ অতি দক্ষিণপন্থী শাসক হিসেবে পরিচিত ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও মানুষের চোখে সাময়িক নায়কের মর্যাদা দিয়েছে। দ্বিতীয় দফার রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিদেশ নীতিতে তিনি নতুন পথ নেবেন তা পরিষ্কার হয়ে গেছে পূর্ববর্তী কূটনৈতিক দের অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে বলায়। বাংলাদেশে আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদতে যেভাবে শেখ হাসিনাকে দেশচ্যুত করে এবং মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে এক অতি ধর্মীয় শাসক দলকে মসনদে বসিয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ টালমাটাল অবস্থা তৈরি করেছে হয়তো তার বদল আমরা দেখতে পাব আগামী দিনে।

বিগত নির্বাচনে আমেরিকার সমস্ত স্তরেই নিরঙ্কুশ সাফল্য ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দ্বিতীয় দফা তে ওভাল হাউসে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা দেবে। জন্মসূত্রে আমেরিকান হলেই নাগরিকত্ব এই নীতি বাতিলের সিদ্ধান্ত সহ আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় এবং অভিবাসন নীতিতে কড়াকড়ি আনা হয়তো ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রাথমিক পর্যায়ের আভ্যন্তরীণ সংস্কার গুলির মধ্যে অন্যতম হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আমেরিকার বিদেশ নীতির সাথে সাথে বাণিজ্য নীতিতে ও পরিবর্তন এবং আত্মকেন্দ্রিকতা র দিকে নিয়ে যাবে। চীনের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি বিশেষ ট্যাক্স এর জন্য বাড়বে আবার কানাডা, মেক্সিকো কে বানিজ্যে পঁচিশ শতাংশ লেভি এবং নিজের দেশের কৃষি ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়তো ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফার অন্যতম পরিবর্তন গুলির মধ্যে থাকবে। ট্রাম্পের অন্যতম পরামর্শদাতা এবং ধনকুবের ইলন মাস্কের বিদেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শ্রমিকের প্রতি বিশেষ নজর হয়তো চাকরি ক্ষেত্রে অভিবাসন নীতিতে কড়াকড়ির হাত থেকে রক্ষা করবে বলে আশাবাদী শিল্প মহল।

যদিও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলি যেমন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা অথবা রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অসূয়া এই সংস্থাগুলির বর্তমান অসহায় অবস্থা আরো আগামীদিনে বাড়িয়ে ফেলবে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রসংঘ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছে না, সে সম্পর্কে সারা বিশ্বের ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি একমত, এবং বিশ্ব দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানটি তার গুরুত্ব দিনকে দিন হারিয়ে চলেছে। ট্রাম্পের বিদেশ নীতি রাশিয়া এবং চীনের সাথে কি হতে চলেছে তার ওপর নির্ভর করবে আগামী দিনের আন্তর্জাতিক রাজনীতি। বন্ধু পুতিনের সাথে মিত্রতার সুবিধা নিয়ে "ব্যাক চ্যানেল ডিপ্লোমেসি" আগামী দিনে বন্ধু রাষ্ট্র ইউক্রেনের সাথে দীর্ঘদিন ধরে লড়তে থাকা রাশিয়ার সমঝোতা করাতে পারলে, তা হবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় সাফল্য। আপাতত ইজরাইলের নেতানিয়াহু কে শান্তি প্রস্তাবে রাজি করাতে পারলেও প্যালেস্টাইনের মানুষের স্বার্থ রক্ষায় ট্রাম্প প্রশাসন কতটা সদয় হবে তা তার প্রথম দফার রাজত্ব থেকে খুব একটা আশার আলো পাওয়া যায় না ঠিক যেমনটা ইরানের ক্ষেত্রেও।

নেতানিয়াহু, জিং পিঙ, পুতিন, নরেন্দ্র মোদীর মত শক্তিশালী নেতাদের প্রতি ট্রাম্পের বিশেষ আনুগত্য ও সম্পর্ক হয়তো নতুন সাম্রাজ্যবাদ নীতির পক্ষে সহায়ক হবে অন্যথায় চীনকে কেন্দ্র করে যে বিশ্বজুড়ে শক্তি কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে সেই লড়াইয়ে আমেরিকাকে একলা করবে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া ও ইউরোপের একাংশ ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে "আমেরিকান ড্রিমস" দুর্বল হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথমবারের চার বছরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও উষ্ণতা এতটাই ছিল যে নিয়ম ভেঙ্গে ট্রাম্পের পক্ষে অনাবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ঝড় তুলেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। জো বাইডেনের সময়ে খেসারত দিতে হয়েছিল ভারতকে। ভারতের স্বার্থকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্রতিবেশী বাংলাদেশে অস্থিরতা ও ক্ষমতার পরিবর্তনে সহায়তা করেছিল আমেরিকা।

বর্তমানে একটি অতি সক্রিয় ধর্মীয় গোষ্ঠী বাংলাদেশের ক্ষমতা করায়ত্ত করে ভারতের সীমানাতে অস্থিরতা সৃষ্টির প্রয়াস করছে। ট্রাম্পের তৃতীয় দফার শাসনে আশা করা যায় এই অতি ধর্মীয় সরকারের বদলে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচন আরো তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে দেশের পূর্ব চরিত্র বজায় থাকবে এবং ভারতের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ভারতের নাম নথিভুক্ত করা ট্রাম্পের দেশটির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন । মার্কিন পণ্য ও পরিষেবা বাণিজ্যের জন্য ভারত ই হল বৃহত্তম বাজার। গত বছর, সাতটি অমীমাংসিত ডব্লিউটিও বিরোধের সমাধান করেছে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায়। ২০২২ সালে ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের উপরে। এই দুই দেশ ই কৃষি, ব্লকচেইন, গ্রীন এনার্জি, সাইবার বিজ্ঞান, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের টেলিযোগাযোগ, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং মহাকাশ সহ প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে ভারতে আমেরিকান বিনিয়োগ বাড়িয়ে এই দুই দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে চলেছে জোর কদমে। যদিও "আমেরিকা ফার্স্ট" ডাক ক্ষমতায় আসা ট্রাম্পের দ্বিতীয় আমলে ও এইচ-ওয়ান বি ভিসার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা চলতে থাকবে বলে আশা আমেরিকায় বসবাসকারী অনাবাসী ভারতীয় শিল্পমহলের। সবে মিলিয়ে দ্বিতীয় দফায় শপথ গ্রহণের সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প শুধুমাত্র সংখ্যার দিকে নয় গাজাতে শান্তি চুক্তি শুরু করে গুরুত্বের দিক থেকেও প্রথম দফার থেকে শক্তিশালী হিসেবে শুরু করবেন দ্বিতীয়বার। রাষ্ট্রপতি বাইডেন তার শেষ ভাষণে যদিও দেশ বাসীকে সতর্ক করেছেন বিপদজনক কিছু ঘটছে বলে এবং ক্রমবর্ধমান "টেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স" কে।

এরপরেও ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফা আমেরিকান ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কে প্রতিনিধিত্ব করে, বর্তমান সময়ে চীনের দাপটে ও ঠান্ডা যুদ্ধ পরবর্তী রাশিয়ার উত্থানে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের দ্বারা তৈরি বিশ্ব ব্যবস্থার বাইরে একটি নতুন বিশ্ব নিঃশ্বাস নিতে তৈরি। আবার আমেরিকার নিজের মানুষদের অধিকারের জন্য " আমেরিকা ফার্স্ট" নীতি আসলে রক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধে ফিরিয়ে এনে আমেরিকান নাগরিকদের অর্থনৈতিক মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন ভবিষ্যতের আশা জাগাতে পারে কিনা সেই দিকে নজর থাকবে ট্রাম্প ২.০ তে।

ডাকিনি শ্মশান

জয়দেব বেরা

ছোট গল্প

কালিপুর নামক স্থানে একটা বিশাল বড় শ্মশান ছিল। খুবই ভয়ংকর দেখতে। শ্মশানের নাম ছিল ডাকিনি শ্মশান। রাতের বেলায় মানুষজন খুব বেশি ঐদিক দিয়ে যাওয়া-আসা করে না। শ্মশানটি একদম ফাঁকায় রয়েছে। চারিদিকে সুনসান। এই শ্মশান এর বৈশিষ্ট্য হল বছরে তিনটি করে মড়া নেবে। একজন মরলেই এরপর শ্মশানটি নাকি রাতে ডাক দেয়। এই ডাক সবাই শুনতে পায়। মাঝরাতে আয়...!আয়...!আয়...! বলে ডাকে। এই ডাক শুনতে পেয়ে কেউ যদি ভুলবশত শ্মশানের কাছে চলে যায় সেই মুহূর্তে সে মারা যায়। যতক্ষণ না তিনজন মরছে শ্মশানটি ডাকতেই থাকে। সবাই তাই ভয়ে খুব চিন্তিত থাকে,এই বুঝি আমার পালা এলো। এমনি কেউ মারা গেলে ঠিক আছে নাহলে শ্মশান ডাকে এবং যেকেউ এই ডাকে সাড়া দিয়ে যদি ভুলবশত শ্মশানে চলে যায় তাহলে সে মারা যায়। তাই তো এই শ্মশানের নাম 'ডাকিনি শ্মশান'। এইভাবেই চলতে থাকে কালিপুরের ডাকিনি শ্মশানের ঘটনা। গ্রামবাসী এই বিষয়টি নিয়ে সবাই খুবই চিন্তিত। তাই তারা এই সমস্যার সমাধান করতে এক তান্ত্রিকের পাশে যায়। আর গিয়ে বলে,কীভাবে এই ডাকিনি শ্মশানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তান্ত্রিক বললেন,অমাবস্যার রাতে যজ্ঞ করতে হবে ওই শ্মশানে। সবাই তো শুনেই ভয়েই কাঠ হয়েগেছে। তান্ত্রিক এও বলেন যে এই যজ্ঞে কারুর ক্ষতি হলেও হতে পারে। তবে সবাই ভয় পেলেও রাজি হয়ে যায়।

এরপর একদিন অমাবস্যার দিন রাতে তান্ত্রিক সহ তার কিছু শিষ্য এবং গ্রামবাসী সবাই ওই ডাকিনি শ্মশানে উপস্থিত হয়। তখন বাজে রাত বারোটা। ভয়ানক পরিস্থিতি, চারিদিকে অন্ধকার,হালকা ঝড় উঠেছে। শ্মশান ইতিমধ্যে ডাকাও শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু তান্ত্রিকের মন্ত্রবলে কারুর ক্ষতি হয়নি। রাতে ওই শ্মশানে উপস্থিত হয়ে তান্ত্রিক মহা যজ্ঞ শুরুও করে দেয়। গ্রামবাসীদের বলে আমি একটা গন্ডি কেটে দিচ্ছি তোমরা সবাই এই গন্ডির মধ্যেই থাকবে। যতই বিপদ হোক কেউ এই গন্ডির মধ্য থেকে বেরোবে না। এই বলে তান্ত্রিক ও তার শিষ্যরা যজ্ঞ শুরু করে দেয়। যজ্ঞ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই শ্মশানটি যেন কেঁপে উঠে। সে কী ভয়ানক পরিস্থিতি। কোনও রকম তান্ত্রিক মন্ত্র বলতে থাকে আর এর মাঝে নানান বাধা শুরু হয়। একজন তো গন্ডির বাইরে ভুলে বেরিয়ে পড়ে তাই সে মারাও যায়। তবে তান্ত্রিক যজ্ঞ চালিয়ে যেতেই থাকে। এরপর মন্ত্র শক্তি দিয়ে শ্মশানের চারপাশে কিছু হাড় পুঁতে দেয়। তারপর যজ্ঞ সফল হয়। এরপর তান্ত্রিক বলতে লাগলো,একটা কথা সবাই মনে রাখবেন এই শ্মশান আর ডাকবে না কিন্তু যদি কেউ শ্মশানের কাছে এসে মরার কথা ভাবে তখন কিন্তু এই শ্মশান তাকে ডেকে নেবে। তাই খুব সাবধান। আর প্রতিবছর শ্মশান কালি মায়ের পুজো করতে হবে এইখানে। এইবলে সবাইকে নিয়ে তান্ত্রিক চলে যায়। আর কিছুক্ষণ পর সকাল হয়ে যায়। এর পর থেকে শ্মশানটি যদিও আর ডাকে না তবে যে তার পাশে গিয়ে রাতে মরার কথা ভাবে তাকে ডেকে নেয়। শোনা যায় আজও নাকি সেখানে রয়েছে এই ডাকিনি শ্মশান। তান্ত্রিকের কথা মতো আজও সেই শ্মশানে শ্মশান কালি মাতার পুজো হয়। তবে এখনও রাতে কেউ ওই ডাকিনি শ্মশানের পাশ দিয়ে সেভাবে আর যাওয়া-আসা করে না।

প্রতিবিম্ব

শংকর সাহা

দেখতে দেখতে প্রায় তিনবছর হয়ে গেল দেশ ও পরিবার ছেড়ে আসা। সেই অপরিচিত কলকাতা শহরটি আজ যেন ওসমানের কাছে ধীরে ধীরে চেনাশহর হয়ে উঠেছে। শুধু শহর কলকাতা না আজ সে যেন গাঙ্গুলী বাড়ির এক সদস্যও হয়ে উঠেছে। সে রাতের কথা ওসমান আজও ভোলেনি। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গাঙ্গুলী বাড়ির সামনে পড়েছিল সে।তখন গাঙ্গুলী বাড়ির সদস্যরাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করায় আর তখন থেকেই গাঙ্গুলী বাড়ির নীচ তলার ঘরটা যেন ওসমানের অচেনা শহরে মাথা গোঁজার একটি আশ্রয় হয়ে উঠে।

প্রতিবার ঈদের সময় নিজের দেশের বাড়িতে যায় সে। কিন্তু এবারে লকডাউনের জেরে সে বাড়িতেও যেতে পারেনি। প্রতিদিন সকাল হলে স্নান করে কিছু মুখে দিয়ে ফেরি করতে বেরিয়ে যায় বিভিন্ন অলিগলিতে।

অণুগল্প

এবাড়ির প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে প্রায় মিশে গছে ওসমান। গাঙ্গুলী বাড়ির ছোটো সদস্য তন্নির খেলার সাথী হয়ে উঠেছে ওসমান । তন্নিকে সে নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করে । সেদিন ছিল সোমবার ঈদের দিন। ওসমানের জন্যে সবরকম ব্যবস্থা করে গাঙ্গুলী বাড়ির লোকরা। তারজন্যে নতুন পোষাক,মিস্টি,সেমাইয়ের পায়েস বানিয়ে রাখে ।ওসমান মসজিদে যায় নামাজ পড়তে।

ঘড়ির কাঁটা তখন প্রায় সকাল পেরিয়ে গেছে। হঠাৎই পাড়ার এক ছেলে এসে খবর দেয় রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে মোহিত। মোহিত গাঙ্গুলী বাড়ির ছেলে,তন্নির বাবা। সবাই মিলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। খবর শোনামাত্র সবাই ছুটে যায় হাসপাতালে। মসজিদে খবর যায় ওসমানের কাছে। সেও ছুটে যায় হাসপাতালে। ডাক্তারবাবুরা জানান প্রচুর রক্ত লাগবে।কিন্তু রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ যা সচরাচর পাওয়া যায়না। এদিকে ওসমানের রক্তের গ্রুপও ও নেগেটিভ। সে রক্ত দিতে চায় বলে ডাক্তারদের সাথে কথা বলে।

ওসমানের রক্ত পাবার পর মোহিতের অপারেশন করেন ডাক্তারবাবুরা। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসে মোহিতের। মাথার ছোট লাগলেও সবাইকে চিনতে পারে মোহিত। দূরে তখন দাঁড়িয়ে ওসমান। তন্নি বাবার কাছে গিয়ে বলে," জানতো বাবা,ওসমান কাকু তোমায় রক্ত দিয়েছে?"

ওসমানের দিকে চেয়ে মোহিত ক্ষীণস্বরে তাকে ডাকে," কি রে ওসমান দূরেই দাঁড়িয়ে থাকবি,কাছে আয় ওসমান?"

ওসমান ধীরে ধীরে মোহিতের কাছে যায়। ওসমানের হাতটি শক্ত করে ধরে মোহিত বলে," জানিস ওসমান, ছোটবেলায় আমার ভাই ছিলনা বলে খুব কাঁদতাম। কিন্তু আজ জানলাম তুইই আমার ভাই। আজকে ঈদের দিনে তুই যেভাবে রক্ত দিয়ে আমায় বাঁচালি কোনোদিনই ভুলবো নারে !"

ওসমান নির্লিপ্ত ভাবে চেয়ে থাকে মোহিতের দিকে। চোখে যে তার জল বেয়ে পড়ছে। হঠাতই পশ্চিম পাড়ার মসজিদ থেকে নামাজের সুর ভেসে আসে..

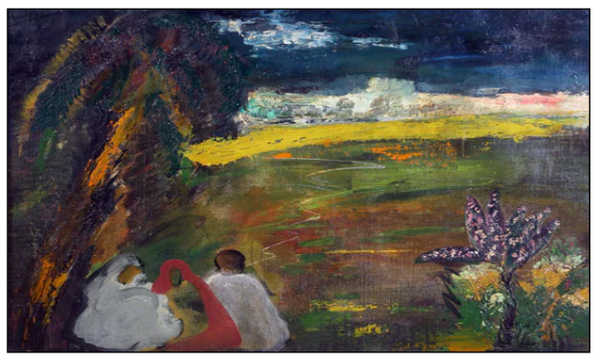

আমরা ভাঙিনি

আনাস আস শরীফ

অনুবাদ: পাশারুল আলম

আমরা ক্লান্ত, তবু ভাঙিনি।
পিতাকে হারালাম, স্বজন, বন্ধু, সহকর্মী,
সব হারিয়েছি– তবু ভাঙিনি।
ঘরবাড়ি হারিয়ে শূন্য হাতে দাঁড়ালাম,
তবু ভাঙিনি।
মৃত্যুর হুমকি এসেছে বারবার,
তবু ভাঙিনি।
পঞ্চাশবার বাস্তুচ্যুত হয়েছি,
তবু ভাঙিনি।
অবরোধের বেড়াজালে শ্বাসরুদ্ধ হয়েছি,
তবু ভাঙিনি।
শূন্য মাঠে তাঁবুর নীচে রাত কাটিয়েছি,
তবু ভাঙিনি।
যুদ্ধের আগুনে পুড়েছি বারবার,
তবু ভাঙিনি।
যব আর ভুট্টার শীষে ক্ষুধা মিটিয়েছি,
তৃষ্ণায় পুড়েছি, তবু ভাঙিনি।
এখনো জানি না
এই অস্ত্রবিরতির পরে কোথায় থাকবে
আমার পঞ্চাশজনের পরিবার।
তবু জানি– আমরা ভাঙব না।
কারণ আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।
তিনিই শ্রেষ্ঠ রক্ষক, তিনিই সর্বোত্তম সহায়।

তোমার অপেক্ষায়

ফারুক হাসান

তোমার অপেক্ষায় আজও মন মনন লগ্নের দুয়ারে,
এ যেন আকাশ চুম্বীর ইশারা।
তোমার অপেক্ষায় মুহূর্তরা তার গ্লানি পার করে ওই নীলনদের কিনারায়।।
তোমার অপেক্ষায় দিনগোনা, যন্তনাদের ভুলে থাকা,
খোজা জীবনের রসদ্বিতা।
তোমার অপেক্ষায় জীবন যুদ্ধে হারতে হারতে
ফিরে পাওয়া এক অমোঘ জীবনের গল্প।।
তোমার অপেক্ষারা আজ হাত বাড়াই স্বপ্নের ডানা মেলা অক্ষির নেয়,
ওই তার মায়াবী দিগন্ত ভাসে।
খোঁজে সে ভাষা ভাষা আদরের মুখ, কল্পনার সান্নিদ্ধের আরালে।

ছড়া-ছড়ি

সিংহ মামার অঙ্গীকার

গোপা সোম

সিংহ মামা কেশর দোলায়,
দুর্গা মায়ের বাহন,
ঘাঢ় নাড়িয়ে, করে সে যে,
সভা পরিচালন।
পেঁচা ময়ূর, হাঁস আর ইঁদুর,
হয়েছে সব জড়ো,
মন দিয়েই, শোনে কথা,
মামা সবার বড়।
গম্ভীর গলায় বলে মামা,
মর্ত্যধামে, যাবো,
এবার পূজোয়, মজা করে,
ঘুরবো, ফিরবো, খাবো।
পৌঁছে দিকে মাকে মোরা,
যাবো চারি ধারে,
যে যেখানে ইচ্ছে মতন,
আনন্দ বিহারে।
নবমীতে, আসবো মোরা,
মায়ের কাছে আবার,
দশমীতে মায়ের সনে,
ফিরবো এই আগার।
শুনছি নাকি মর্ত্যধামে,
চলছে রাহাজানি,
মানুষে মানুষে চলছে কেবল,
হিংসা, হানাহানি।
জীবের মাঝে, সর্ব শ্রেষ্ঠ
দেখো ভবে মানুষ,
লোভের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে,
হারিয়েছে মান হুঁশ।
স্বজ্ঞা বিনা তাদের স্বভাব,
হয়েছে পাশবিক,
বুক ফুলিয়ে করবো চারণ,
হয়ে যে মানবিক।।

আদব

মোঃ রহমত আলী

তাদের থেকে যারা ভালো
যাদের থেকে জানা হলো
আমার চেয়ে তুমি ভালো
তোমার চেয়ে উনি বড়ো।

রাগের শেষে আদর করো
গুছিয়ে কথা বুঝিয়ে বলো
আদব মতো কায়দা জানো
মানুষের মধ্যে মানুষ ধরো।

আমার আমার ছেড়ে চলো
বিবেক জ্ঞানের বিচার ভালো
আবেগ তোমার সামলে রাখো
তাদের জন্য কিছু তো করো।

যাদের কাছে তারা আলো
তাদের কাছে যারা কালো
তোমার সাথে যিনি ভালো
আমার সাথে তিনি আরো।

পাপ

মহঃ রাইহান

পারছিনা ছাড়তে বেবাক পাপ
আমি পারনসিক এক জন্তু ,
ভালোবাসা বিস্মৃত মৃত্যু ।
আকুল করে ডাকতে বালাই ,
সে কি ভণয়ে ঈষৎ
তার লালিত্য ফোঁটা মৃণাল
আমার ঠাহর তার ওপর
কত উপহাস নিবেদন
আমাকে নিয়ে তার নিকট
যত অবাস্তব শব্দ
আমার মনকে করে হৃষ্ট।
সে তৃপ্ত হলে,
কিছু সময়ের ব্যবধানে
আমার নিকৃষ্ট ঔদার্যে
সুন্দরী সে করে অনুনয়।
আলবৎ সে নির্দোষ,বেচারি
আমার খিদে মেটাতে
হতে হয় তাকে কলঙ্কিনী।

প্রিয় ভারতবর্ষ

সুরাবুদ্দিন সেখ

ভারত আমার জন্মভুমি এই মাটিতেই মরণ
দেশের তরে সবসময়ই আছে আমার বরণ,
এই মাটিতেই ফুটে আছে নানান রকম ফুল
এই মাটিতেই নির্মিত আছে সুখ সকালের কূল।
হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান নানান রকম ফুল
যত্ন হোক সব ফুলেরই হয় না যেন ভুল,
আমার দেশের বিশালতায় গর্ব আমার হয়
আমার দেশের সবকিছুরই করে বিশ্ব জয়।
সংবিধানটি তৈরি হলো দেশ স্বাধীনের পরে
সুখ শান্তির অধিকার এলো ভারতবাসীর ঘরে,
নানান ভাষা নানান ধর্ম নানান পরিধান
সবকিছুরই ঐক্য নিয়ে দেশের বলাধান।
তিনটে রঙের সৌন্দর্য্যতায় আমার দেশের নিশান
দেশের চিত্র ফুটে ওঠে মিলিত হলে ঈশান।

ফুলের রাজত্ব

রুশো আরভি

একদিন ফুলেরা দখল নেবে,
লাল, নীল, সাদা, বেগুনি–সব রঙের বাহিনী নিয়ে।
গাছের শেকড় ভেঙে দেবে
নদীর পাড়ে জমে থাকা লোভের পলিমাটি।
কাঁটাগুলো হয়ে উঠবে আইনপ্রণেতা,
আর পাপড়িরা লিখবে সংবিধান।
এই পৃথিবীতে তখন আর
মানুষের কোনো মুদ্রা থাকবে না,
থাকবে ফুলের রেণু–
যা বাতাসে উড়ে উড়ে
ভাষা শেখাবে মৌমাছিদের।
অস্ত্রহীন সেই সভ্যতায়
যুদ্ধ হবে শুধুই সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা।
তুমি কি ভাবতে পারো,
একটি গোলাপ একদিন
একটি রাজ্য শাসন করবে,
আর সুগন্ধই হবে ভোটের মূলনীতি?

সেল্ফ ডিফেন্স ট্রেনিং ‘তেজস্বিনী’র পাঠ নুরপুর পঞ্চানন স্কুলে

শেখ কামাল উদ্দীন ● বারাসত

আপনজন: বারাসাত পুলিশ জেলার ব্যবস্থাপনায় ও অশোকনগর থানার সহযোগিতায় নুরপুর পঞ্চানন পাইক স্মৃতি বিদ্যালয়ে (উচ্চ মাধ্যমিক) সেল্ফ ডিফেন্স ট্রেনিং ‘তেজস্বিনী’ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মাধ্যমে এই ট্রেনিংয়ের উদ্বোধন করেন বারাসাতের এস.ডি.পি.ও প্রসেনজিৎ দাস। এদিনের ট্রেনিংয়ে বিদ্যালয়ের অষ্টম থেকে একাদশ শ্রেণীর ১৪০ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। এস.ডি.পি.ও প্রসেনজিৎ দাস পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রীদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে উৎসাহিত করেন। প্রধান শিক্ষক সমীর ঘোষ জানান, তাঁদের বিদ্যালয় সারাবছর লেখাপড়ার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা ও বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে থাকে। এদিনের ট্রেনিংও তারই একটি অংশ। এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করার জন্য তিনি অশোকনগর থানার ও.সিকে ধন্যবাদ জানান। একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী তারান্নুম খাতুন বলেন, এই ট্রেনিং তাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। অশোকনগর থানার ও.সি চিন্তামণি নস্কর যেকোন প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকবেন বলে জানান। তিনি বিশেষ করে ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের কোথাও নাবালিকা বিবাহের খবর পেলে থানাকে জানাতে অনুরোধ করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল হাসান, দত্তপুকুর সেতু ফাউন্ডেশনের সম্পাদক শুভাশিস দাস, সহ-সভানেত্রী কাবেরী রায়সহ আরও পুলিশ আধিকারিক।

২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টির বর্ষসেরা পুরুষ নির্বাচিত ক্রিকেটার অর্শদীপ

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের ১৭ বছরের অপেক্ষার অবসান ২০২৪ সালেই হয়েছে ভারতের। দ্বিতীয়বার ২০ ওভারের বিশ্বকাপ জেতা ভারতের এক খেলোয়াড়ই পেলেন ২০২৪ সালের বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারের সম্মান। দলটির পেসার অর্শদীপ সিং হয়েছেন ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টির বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হওয়া বিশ্বকাপে পাওয়ার প্লে ও ডেথ ওভারে দুর্দান্ত বোলিং করে ভারতের জয়ে বড় অবদান রাখেন অর্শদীপ। ২৫ বছর বয়সী বাঁহাতি পেসার সেই বিশ্বকাপে পেয়েছিলেন ১৭ উইকেট। আফগান পেসার ফজলহক ফারুকির সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন অর্শদীপ।
বিশ্বকাপসহ ২০২৪ সালে ভারতের হয়ে ১৮টি টি-টোয়েন্টিতে অর্শদীপ পেয়েছেন ৩৬ উইকেট। ওভারপ্রতি ৭.৪৯ রান দেওয়া অর্শদীপ প্রতি ১০.৮০ বলেই নিয়েছেন একটি করে উইকেট। ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তাঁর চেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন চারজন–সৌদি আরবের উসমান নাজিব (৩৮), শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (৩৮), সংযুক্ত আরব আমিরাতের জুনাইদ সিদ্দিক (৪০) ও হংকংয়ের এহসান খান (৪৬)। তাঁদের সবাই অর্শদীপের চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন।
বর্ষসেরার লড়াইয়ে অর্শদীপের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিলেন পাকিস্তানের বাবর আজম, অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড ও জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা। ২০২৪ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেরা খেলোয়াড় অ্যামেলিয়া কারই পেলেন বছরের সেরা নারী টি-টোয়েন্টি খেলোয়াড়ের সম্মান। নিউজিল্যান্ডকে প্রথমবার বিশ্বকাপ জেতানো অলরাউন্ডার পেয়েছিলেন ১৫ উইকেট। ব্যাট হাতেও ১৩৫ রান করেছিলেন কিউই ক্রিকেটার।

তেলিয়া ইকরা একাডেমির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা: ঐতিহ্য ও উদ্ভাবনের মেলবন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গোবর্ধনপুর

আপনজন: তেলিয়া ইকরা একাডেমি, গোবর্ধনপুর ফুটবল মাঠে ২০২৫ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এক বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে উদযাপন করে। এই অনুষ্ঠান সকাল ন'টায় এক মনোমুগ্ধকর শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয়, যেখানে টেডি বিয়ার ও গোপাল ভাঁড়ের চরিত্রে সাজানো ছাত্র-ছাত্রীরা “সেভ ড্রাইভ, সেভ লাইফ” থিমের উপর একটি র‍্যালি উপস্থাপন করে। এই র‍্যালি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ উদ্যোগের প্রতি বিদ্যালয়ের অঙ্গীকার প্রকাশ করে।
মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় বেলা ১১টায় স্কুল প্রার্থনা এবং অতিথিদের স্বাগত প্রদর্শনীর মাধ্যমে। এবারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১৯টি ইভেন্টে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রতি বিদ্যালয়ের বিশেষ নজর দেওয়ার প্রতিফলন। অভিভাবকদের জন্য বিশেষ দুটি ইভেন্ট রাখা হয়, যা পুরো অনুষ্ঠানে আনন্দ এবং উত্তেজনার মাত্রা বাড়িয়ে তোলে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ মফিদুল হক মিন্টু এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সীরাতের রাজ্য সম্পাদক এবং স্কুলের প্রধান উপদেষ্টা আবু সিদ্দিক খান। আরও উপস্থিত ছিলেন হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল একাডেমির সুপার মুফাসসির হোসেন, বড়গাছিয়া হাই মাদ্রাসার টিআইসি মেহেবুব হোসেন, বঙ্গ কৃষি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাসেম আলী, নুর আলম চাইল্ড মিশনের ডাইরেক্টর আব্দুর রহমান, এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।
প্রায় সারাদিনব্যাপী চলা এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরে বিশেষ লাঞ্চের ব্যবস্থা রাখা হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় অংশ ছিল “যেমন খুশি তেমন সাজো” প্রতিযোগিতা, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সৃজনশীলতার পরিচয় দেয়। সারাদিনের প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মেডেল, সার্টিফিকেট, এবং পুরস্কার বিতরণ করেন একাডেমির ডিরেক্টর মিনাউল ইসলাম। তিনি তার সমাপ্তি বক্তব্যে জানান, “আমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠান নতুন কিছু চমক নিয়ে আসে। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই উপচে পড়া ভিড় এবং অভিভাবকদের উপস্থিতি আমাদেরকে আগামী দিনে আরও ভালো কিছু করার জন্য উৎসাহিত করবে।”
সারাদিনের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন খ্যাতনামা পরিচালক এবং অ্যাঙ্কর প্রিয়া রাহা।
তেলিয়া ইকরা একাডেমির এই আয়োজন শুধুমাত্র একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়, এটি ছিল ঐতিহ্য, উদ্ভাবন এবং সামাজিক সচেতনতার এক অনন্য উদযাপন।

রামপুরহাট দক্ষিণ চক্রের ৪০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: আমরা জানি নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপ চাপ এবং উদ্বেগের মাত্রা কমাতে, আত্মসম্মান বাড়াতে এবং সামগ্রিক মেজাজ উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে। খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থীদের স্থিতিস্থাপকতা এবং অধ্যবসায় বিকাশে সহায়তা করতে পারে, যা জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য অপরিহার্য গুণাবলী। এধারে বীরভূম জেলা রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের কাষ্ঠগড়া রাজা ডাঙ্গা ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো রামপুরহাট দক্ষিণ চক্রের বার্ষিক ৪০ তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। আজকের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলা পরিষদের কো-মেন্টার ধীরেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব জাহাঙ্গীর খান মহাশয় কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাননীয়া পিংকি মন্ডল মহাশয়া, প্রাক্তন প্রধান শ্রী তপন কুমার মন্ডল, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট দক্ষিণ চক্রের বহু শিক্ষক ও শিক্ষিকারা। এই অনুষ্ঠানটিতে সর্বপ্রথম মশাল জেলে পায়রা উড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে খেলার শুভ সূচনা করেন। এছাড়াও বীরভূম জেলা পরিষদের কো-মেন্টার ধীরেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আরো ঘোষণা করেন যে এত ভালো অনুষ্ঠান এখানে আমন্ত্রণ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। এখানে পাঁচটি পঞ্চায়েতের ৭৬ টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছেন।
এই খেলায় যে আগামী দিনে জেলা এবং রাজ্য স্তর পর্যন্ত যে যাবে তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে দশ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণার কথাও বলেন তিনি। রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের নটি পঞ্চায়েতের মধ্যে যে সমস্ত পঞ্চায়েত গুলি অংশগ্রহণ করেছিল সেগুলি হল বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েত, বনহাট গ্রাম পঞ্চায়েত, দোখলবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত, খরুন গ্রাম পঞ্চায়েত, কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েত ।
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সম্পাদক মদন মোহন পাল জানান প্রতিবছর রামপুরহাট দক্ষিণ চক্রের বিভিন্ন স্কুলে এই খেলাটি হয়ে থাকে। এ বছরে আমরা কাষ্ঠগড়া রাজার ডাঙ্গা ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠানটি করালাম।
এই বর্ষে মোট পাঁচটি পঞ্চায়েতের ৭৬ টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করেছেন। এখান থেকে প্রতিটি বিভাগ থেকে এবং স্কুল থেকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় নির্বাচিত হয়ে পুরস্কৃত করা হয়।
এই খেলাকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল যেমন ক বিভাগে জন্য ৭৫ মিটার দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন, আলু দৌড় , ও যোগা, খ বিভাগের জন্য ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দীর্ঘলম্বন , জিমন্যাস্টিক ও যোগা। গ বিভাগের জন্য ১০০ মিটার দীর্ঘ লম্ফন উচ্চ লম্ফন জিমন্যাস্টিক যোগা ও ফুটবল ছড়া। এলাকার মানুষের সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণভাবে আজকের এই অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষনা হয়।

টার্গেট পয়েন্ট আর স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সাহাবাজপুর

আপনজন: মালদার সুপরিচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান টার্গেট পয়েন্ট আর স্কুলের উদ্যোগে দুদিনব্যাপী ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক ক্রীড়া ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। প্রথমদিনে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক খেলাধুলা ও দ্বিতীয়দিনে সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করা হয়। এদিনের টার্গেট পয়েন্ট আর স্কুলের ২৩ তম বার্ষিকী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী

তথা হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার বিধায়ক তাজমুল হোসেন, কলকাতা উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তথা সুজাপুর বিধানসভার বিধায়ক আব্দুল গনি। এছাড়াও টার্গেট পয়েন্ট স্কুলের পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষক উজির হোসেন, স্কুলের অন্যতম কর্ণধার কুরবান শেখ, মুকুল হক ছাড়াও স্কুলের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। খেলাধুলার পাশাপাশি একগুচ্ছ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তথা কবিতা আবৃত্তি, গানের তালে নৃত্য, দেশাত্মবোধক সংগীত, পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত ও ছাত্র-ছাত্রীদের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করা হয়। এছাড়াও খেলাধুলাতেও বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে টার্গেট পয়েন্টের ছাত্রছাত্রীরা।

খয়রাশোল চক্রের ৪০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যত। সেই কথাকে সামনে রেখে তথা শিশুদের শরীর গঠন,রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে,মনমানসিকতা স্থির রাখতে,একে অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে,সর্বোপরি শিশুদের মাঠমুখী করতে বীরভূম জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ও খয়রাশোল চক্রের আয়োজনে এদিন বুধবার স্থানীয় থানার পাইগড়া খেলার মাঠে খয়রাশোল চক্রের প্রাথমিক,নিম্ন বুনিয়াদি,মাদ্রাসা,শিশুশিক্ষাকেন্দ্র মিলে মোট ৭০টি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে সমস্ত পড়ুয়া ইতিপূর্বে পঞ্চায়েত ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় উচ্চ লম্ফন, দীর্ঘ লম্ফন,দৌড়, আলুদৌড়, যোগা, জিমনাস্টিক, সহ অন্যান্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে সেইরূপ ১৫০ জন ছাত্রছাত্রীরা এদিনের প্রতিযোগিতায় স্থান পায়। আজকের প্রতিযেগিতায় ইভেন্ট অনুযায়ী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। চক্রের খেলায় যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ১ম স্থান অধিকার করলো আগামীতে তারা সাব ডিভিশনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার ছাড়পত্র পাবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিষ মাহাতো,জেলা শিক্ষা সেলের সহ সম্পাদক প্রদীপ মন্ডল,চক্র সম্পাদক বুধন সাহা,খয়রাশোল ব্লক শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রান্তিকা চ্যাটার্জী, সমাজসেবী কাঞ্চন দে, সৌগত মুখার্জী, সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা এবং বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ ।

কুলতলিতে দুদিনের এম এল কাপের সূচনা হল শনিবার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সারা রাজ্য জুড়ে এম এল এ কাপ ও এমপি কাপের খেলা চলছে। আর সেই সূত্র ধরেই শনিবার কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডলের উদ্যোগে ঘটিহারানিয়া গোষ্ঠ মেলার মাঠে দুদিনের এম এলে কাপের শুভ সূচনা হলো। এদিনের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা,কুলতলির বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ,জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার সহ আরো। এখানে দু'দিনে মোট আটটি দলের মধ্যে এই খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শনিবার এই খেলার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতি,জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি, কুলতলি থানা এবং গোপালগঞ্জ,দেউলবাড়ী দেবীপুর, গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী, মনিরতট, জালাবেড়িয়া ১,২, নলগড়া, মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর, কুন্দখালি গোদাবর, বাইশহাটা, চুপড়িঝাড়া, মেরিগঞ্জ ১ ও ২ পঞ্চায়েত থেকে এই খেলায় অংশ নেয়। আর এই খেলা দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিল এই মাঠে।

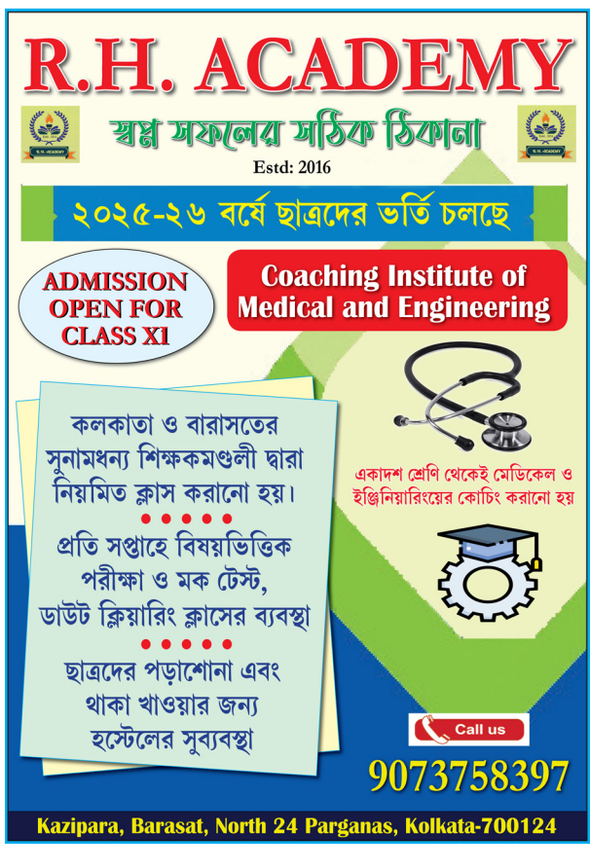

ব্লক লেভেল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বেলডাঙ্গা হাই স্কুল মাঠে

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা - ১ ব্লকের মোট ২৩ টি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক,জুনিয়র হাই স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ২১ ও ২২ এ জানুয়ারি ২০২৫ বেলডাঙ্গা সি আর জি এস হাই স্কুল মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ৭৬৮ জন ছাত্র ছাত্রী অংশ নেয়। মোট ৬৮টি ইভেন্টে ছিল। প্রথম দিন ছেলেদের খেলায় সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন সর্বাধিক ২২ টি পদক পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ১২টি পদক পেয়ে কুমারপুর বি এন এম হাইস্কুল ফার্স্ট রানার্স আপ হয়। ১০ টি পদক পেয়ে মানিকনগর হাইস্কুল দ্বিতীয় রানার্স আপ হয়। দ্বিতীয় দিন মেয়েদের খেলায় কুমারপুর বি এন এম হাইস্কুল চ্যাম্পিয়ন হয় মোট ১২টি পদক পেয়ে এবং মানিকনগর হাইস্কুল ১০টি পদক পেয়ে রানার্স আপ হয়। ওভার অল চ্যাম্পিয়ন হয় কুমারপুর বি এন এম হাইস্কুল। দ্বিতীয় হয় মানিকনগর হাইস্কুল এবং তৃতীয় সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন। এই খেলায় বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে বেলডাঙ্গা চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুশান্ত মন্ডল উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকাগণ ও অভিভাবকরা।
সফল ভাবে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ হওয়ায় সকলকে ধন্যবাদ জানায় এনামুল হক, সম্পাদক বেলডাঙ্গা ব্লক কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস্ অ্যান্ড স্পোর্টস।

কালিকাপুর স্মার্ট স্কুলের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: কালিয়াচকের কালিকাপুর স্মার্ট স্কুলের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শনিবার কারবালা ময়দানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ছাড়াও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কালিয়াচক গার্লস হাই স্কুলের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা আনোয়ারা বেগম চৌধুরী, নয়মৌজা সুভানিয়া হাই মাদ্রাসার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক এজাজুল হক, শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত সহকারী শিক্ষিকা তানিয়া রহমত, শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাকিলুর রহমান, কালিয়াচক ডক্টরস্ ক্লাব সভাপতি ডা: হাজিরুল ইবকার, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওয়াহাব ছাড়াও বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ব্যক্তিবর্গগণ। প্রদীপ প্রজ্বলন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ানো এবং পতাকা উত্তোলন, ছাত্রছাত্রীদের কর্তৃক সভাপতি ও অন্যান্য অতিথি বৃন্দদের অভ্যর্থনা, জাতীয় সঙ্গীত পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে বালক ও বালিকাদের ২০০ মিটার দৌড়, “ডাঙা-পুকুর”, চকলেট দৌড়, বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ দৌড়, শিশুদের ৫০ মিটার দৌড়, মাছধরা, খাই-খাই, কমলালেবু দৌড়, অংক দৌড়, সুচসুতো দৌড়, মোরগ লড়াই, মিউজিক্যাল চেয়ার, বিস্কুট দৌড়, ছদ্মবেশ ছাড়াও ছিল বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। এছাড়াও সাংস্কৃতিক নৃত্য “ ভুতু”, মেরী মা, ও রি চিরাইয়া, দেশ পহেলে, বসন্ত জাগিয়া রে, বেখোয়াব, আমি যে তোমার, আরও অভিভাবকদের পাসিং দা পার্সেল। অনুষ্ঠানে খেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
স্মার্ট স্কুলের পক্ষে কর্ণধার শেলী সামুয়েল, স্কুলের মানেজিং কমিটির সভাপতি ইফতেকার সুফি, সম্পাদিকা সাবিনা সামুয়েল, পরিচালক রাবিউল ইসলাম সহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা। তারা বলেন, আজকে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল সামুয়েল মডার্ন ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশন রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টারে। ২০০৪ সালে ডা: শেখ সামুয়েল এর হাত দ্বারা পথ চলা শুরু হয়েছিল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। কালিয়াচকের শিশুদের শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পড়াশোনার সাথে সাথে মন ও মানসিকতাকে সঠিক রাখার জন্য খেলাধুলা অপরিহার্য। বিভিন্ন খেলাধুলার মাঝেও সারাদিন চলে কবিতা পাঠ, নাটক , নৃত্য সহ একাধিক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**